

এইচ এস সি বাংলা

আহ্বান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রঃ ১ মোবারক নিঃসন্তান দরিদ্র কৃষক। সে শীতের কোনো এক সন্ধ্যায় কাজ শেষে ব্যস্তভাবে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ বড় আমবাগানের ভেতর থেকে এক শিশুর কান্নার শব্দ তার কানে এল। সে একটু এগিয়ে দেখল, এক বুগুণ শিশু শুকনো পাতার ভেতর নড়ছে। শিশুটিকে মোবারক বাড়ি নিয়ে এল এবং স্ত্রী ফরিদাকে ডেকে বলল, 'এই নাও, আমাদের শূন্য ঘরের আনন্দ।' দুজনে মিলে শিশুটির নাম রাখল—রহমত। শিশুটিকে মোবারক ও ফরিদা সন্তানস্নেহে লালনপালন করতে লাগল।

[জা.বো., দি.বো., দি.বো., য.বো. ২০১৮। প্রশ্ন নম্বর-৩]

- ক. 'আহ্বান' গল্পে লেখক বুড়িকে প্রথম কোথায় দেখেছিলেন? ১
খ. 'ওর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর থেকে আমায় আহ্বান করে এনেছে'—এ উক্তি তাৎপর্য কী? ২
গ. উদ্দীপকের মোবারক দম্পতির মাধ্যমে 'আহ্বান' গল্পের কোন দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও 'আহ্বান' গল্পের মূলবক্তব্য একই সূত্রে গাঁথা।"—উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. 'আহ্বান' গল্পে লেখক বুড়িকে প্রথম আমবাগানের মধ্যে দেখেছিলেন।
খ. প্রশ্নের উক্তিটির মাধ্যমে গল্পকথক ও অনাথা বুড়ির মাঝে আত্মিক সম্পর্কের দিকটি বোঝানো হয়েছে।
'আহ্বান' গল্পে অল্পদিনের পরিচয়েই গল্পকথকের সঙ্গে বুড়ির স্নেহ-মমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুড়ি কথককে নিজের সন্তানের মতো ভাবতে শুরু করে। স্নেহের বশে বুড়ি প্রত্যাশা করে, সে মারা যাবার পর গল্পকথক যেন তার কাফনের কাপড় কিনে দেয়। এর প্রায় দেড় বছর পরে বুড়ি যেদিন মারা যায়, কাকতালীয়ভাবে ঠিক তার পরদিনই শহর থেকে গ্রামে যান কথক। গ্রামে ফিরে বুড়ির মৃত্যুসংবাদ শুনে তাঁর উপলব্ধি হয়, বুড়ির স্নেহাতুর আত্মাই তাঁকে বহুদূর থেকে আহ্বান করে এনেছে।
গ. উদ্দীপকের মোবারক দম্পতির মাধ্যমে 'আহ্বান' গল্পের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

'আহ্বান' গল্পে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত উদার মানবিক সমাজের দৃষ্টিকোণ ফুটে উঠেছে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক সম্পদে নয়; বরং হৃদয়ের গভীর আন্তরিকতার স্পর্শে গড়ে ওঠে। পাঠ্য গল্পের কথক এবং বুড়ি দুজন দুই ধর্মের মানুষ হলেও তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে হৃদয়ের আন্তরিকতায়, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সংস্কারমুক্ত মানসিকতার ফলে। এছাড়া আলোচ্য গল্পে দরিদ্রাঙ্গীভিত্তি গ্রামের মানুষের মধ্যে সহজ-সরল জীবনধারার প্রতিফলনও লক্ষ্য করার মতো।

উদ্দীপকে জাতি-ধর্ম-বর্ণের চেয়ে মানবতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্তান মোবারক ও ফরিদা আমবাগানের মধ্যে পরিচয়হীন এক শিশুকে কুড়িয়ে পায়। তারা সেই শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং সন্তানস্নেহে লালনপালন করতে থাকে। এক্ষেত্রে মোবারক ও ফরিদা শিশুটির পরিচয় নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে পরম মমতায় গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের এ মানসিকতায় মানুষের সংকীর্ণ পরিচয়ের চেয়ে মানবিকতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'আহ্বান' গল্পেও হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণির মানুষের সংস্কারমুক্ত জীবনদৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সুতরাং বলতে পারি, 'আহ্বান' গল্পে মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, উদ্দীপকে সে দিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো উদার মানবিক চেতনা, যা 'আহ্বান' গল্পেরও মূলবক্তব্য।

আলোচ্য গল্পে বৈষম্যহীন উদার মানবিক আবেদনের দিকটি পরিলক্ষিত হয়। সেখানে বুড়ি চরিত্রের সাথে শহরবাসী গল্পকথকের গড়ে ওঠা সম্পর্ক অকৃত্রিম ও মানবিকতার সূতোয় বাঁধা। জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে নিরেট ভালোবাসাই সে সম্পর্কের মূল বন্ধন। অনাথা বুড়ি অপত্যস্নেহে গল্পকথককে কাছে টেনে নিয়েছে; গল্পকথকও বুড়ির প্রতি অকৃত্রিম টান অনুভব করেছেন।

উদ্দীপকে মানবিক সম্পর্কের এক উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠেছে। সেখানে নিঃসন্তান মোবারক-ফরিদা দম্পতি এক অনাথ শিশুকে পেয়ে আপন করে নেয়। তারা সেই শিশুটির জাত-পরিচয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সন্তানস্নেহে বুকে টেমন নিয়েছে। তাদের নিঃসন্তান সংসারে যেন আলোর দূত হয়ে এসেছে শিশুটি। শিশুটিকে পেয়ে মোবারক ও ফরিদার খুশির অন্ত থাকে না। এ খুশির মূলে রয়েছে মানবিক ঔদার্য ও স্নেহ-বাৎসল্য। 'আহ্বান' গল্পে আমরা এর যথার্থ পরিচয় খুঁজে পাই।

'আহ্বান' গল্পের সাথে উদ্দীপকের মূলভাবের মিল রয়েছে। পাঠ্য গল্পে স্থান পেয়েছে মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির বন্ধনের অপরিসীম গুরুত্ব—যে বন্ধন ধনসম্পদে নয়; হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শে গড়ে ওঠে। সেখানে ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি পরিচয় মুখ্য নয়। এ গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। উদ্দীপকেও এ সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির পরিচয় মেলে। মোবারক ও ফরিদা দম্পতি শিশুটির পরিচয় না জেনেই তাকে অকৃত্রিম স্নেহে আপন করে নিয়েছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও উদার মানবিক সম্পর্কের ফলেই তারা তা পেয়েছে। তাই বলতে পারি, উদ্দীপকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও 'আহ্বান' গল্পের মূলবক্তব্য একই সূত্রে গাঁথা। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রঃ ২ নিঃসন্তান সৌদামিনী মালো দুর্ভিক্ষে মৃত এক মুসলমান কৃষক পরিবারের অসহায় শিশুপুত্রকে মাতৃস্নেহে বুকে তুলে নেয়। শিশুর নাম দেয় হরিদাস। বড় হয়ে হরিদাস যখন জানতে পারে সে মুসলমানের ছেলে তখন সে সৌদামিনীকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। হরিদাসকে হারিয়ে সৌদামিনীর মাতৃহৃদয় হাহাকার করে উঠে। ধর্ম, বর্ণ, অর্থ এসবকিছুর উর্ধ্বে মাতৃত্ব। শওকত ওসমানের 'সৌদামিনী মালো' ছোটগল্পটিতে এভাবে মানবতার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে। [জা.বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. 'আহ্বান' গল্পের বুড়িকে কে মা বলে ডাকে? ১
খ. 'আমার মন হয়তো ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারেনি'—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'সৌদামিনী মালো' গল্পটির সাথে 'আহ্বান' গল্পের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের মূল বক্তব্য 'আহ্বান' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'আহ্বান' গল্পের বুড়িকে হাজরা ব্যাটার বউ মা বলে ডাকে।

ক. 'আহ্লান' গল্পে কথিত বুড়ির সাথে গল্পকথকের আত্মিক সম্পর্কের দিকটি উন্মোচিত হয়েছে।

গল্পকথককে বড় বেশি স্নেহ করতেন বুড়ি। তার স্নেহের আবেদনকে উপেক্ষা করতে পারেননি কথকও। তাই অনেকদিন পর গ্রামে এসে বুড়ির মৃত্যুর কথা শুনে আবেগে আগ্রুত হয়ে পড়েন লেখক। বুড়ির স্নেহের টানে গ্রামে এসেছেন— কথকের এ উপলব্ধির দিকটিই প্রগোস্ত উক্তি প্রকাশিত হয়েছে।

গ. বিষয়বস্তুগত দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও সমাজ ব্যবস্থার নিরীখে 'আহ্লান' গল্পের সঙ্গে 'সৌদামিনী মালো' গল্পের প্রভেদ বিদ্যমান।

'আহ্লান' গল্পের বুড়ির মাঝে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ চিরন্তন মাতৃরূপ প্রকাশ পেয়েছে। একারণেই মুসলিম হয়েও হিন্দু গোপালকে আপন পুত্রের মতো স্নেহ করেছে সে। তার খাওয়ার জন্য ফল এনে দিয়েছে, বসার জন্য বুনেছে খেজুর পাতার চাটাই। উদ্দীপকের সৌদামিনী মালোর মাঝেও এমন সর্বজনীন মাতৃত্বের পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

উদ্দীপকের সৌদামিনী মালোর সন্তান-বাৎসল্যের কাছে পালিত পুত্র হরিদাসের ধর্ম-পরিচয় মুখ্য হয়ে ওঠেনি। এজন্য নিজে হিন্দু ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানের পুত্রকে আপন করে নিয়েছে সে। পরবর্তীতে হরিদাস তার প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে নিবুদ্ভিষ্ট হয়ে গেলে হাহাকার করে উঠেছে সৌদামিনীর হৃদয়। মাতৃহৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশে 'আহ্লান' গল্পের বুড়িও সৌদামিনীর মতোই অনন্য। তাইতো নিঃসংকোচে গোপালের কাছে নিজের কাফনের কাপড় দাবি করেছে সে। বুড়ির আন্তরিক আহ্বানেই যেন গোপাল মৃত্যুর পরদিন গ্রামে এসে হাজির হয়েছে। এদিক থেকে গল্প দুটির মধ্যে মিল পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু 'আহ্লান' গল্পের সমাজ উদারতার পরিচয় দিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কথক ও বুড়ির সম্পর্কে স্বীকৃতি দিলেও উদ্দীপকে সামাজিক সংকীর্ণতার কারণে সৌদামিনীর সন্তানকে হারাতে হয় যা 'আহ্লান' গল্পের সঙ্গে 'সৌদামিনী মালো' গল্পের বৈসাদৃশ্য নির্দেশ করে।

ঘ. শাস্ত্রত মাতৃত্ব ও মানবিকবোধই 'আহ্লান' গল্পের মূলসূর, যা উদ্দীপকেও প্রাধান্য পেয়েছে।

'আহ্লান' একটি উদার মানবিক সম্পর্কের গল্প। এখানে বুড়ির হৃদয়ে গোপালের প্রতি যে অপত্যস্নেহের প্রকাশ ঘটেছে তার কাছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ পরিচয় নিমেষেই তুচ্ছ হয়ে গেছে। উদ্দীপকে এমন মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া গেলেও সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা 'আহ্লান' গল্পের সমাজ ব্যবস্থা থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত গল্পের সৌদামিনী মালো অসামান্য স্নেহবৎসল এক নারী। তাইতো মুসলমানের সন্তানকে নিজের সন্তান হিসেবে পালন করতে কোনো দ্বিধা হয়নি তার। তবুও হরিদাসকে নিজের কাছে আগলে রাখতে চেয়ে সমাজের চাপে ব্যর্থ হয়েছে সে। তবে হরিদাসকে হারিয়ে সৌদামিনীর হৃদয়ে যে হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে তা জাতি-ধর্ম-বর্ণের ব্যবধানকে প্রশ্রবিন্দ্ব করেছে। বস্তুত এ গল্পে সৌদামিনীর মাতৃহৃদয়ের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িক চেতনা। এমনি মাতৃহৃদয়ের পরিচয় 'আহ্লান' গল্পে পাওয়া যায় বুড়ি চরিত্রের মাঝে।

উদ্দীপক ও 'আহ্লান' গল্প উভয়ক্ষেত্রে সামাজিক সব প্রতিবন্ধকতা পরাজিত হয়েছে সৌদামিনী মালো ও বুড়ির অপত্যস্নেহের কাছে। একারণে হতদরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও বুড়ি যেমন গোপালের জন্য ফল নিয়ে এসেছে তেমনি গোপালও তার মাতৃহৃদয়ের আবেদনকে উপেক্ষা করতে পারেনি। আর তাই স্নেহের প্রতিদানে কথক বুড়িকে টাকা দিলে কষ্ট পেয়েও বুড়ি দমে যায়নি

বরং নতুন উদ্যমে পরের দিন আবারও গোপালের জন্য কিছু একটা নিয়ে এসেছে। আর সবশেষে সে যে গোপালের কাছে কাফনের কাপড় চেয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে গোপালের প্রতি তার গভীর ভাবাবেগের দিকটিই প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপকের সৌদামিনীও তেমনি এক স্নেহময়ী মা। সে বিবেচনায় উদ্দীপক ও 'আহ্লান' গল্পে সবকিছুর উর্ধ্বে মাতৃস্নেহের আবেদনই বড় হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ৩ মনস্তত্ত্বের সময় নিঃসন্তান হরিদাসী আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ধানক্ষেতের পাশে পরিত্যক্ত একটি শিশু দেখতে পায়। পরম স্নেহে অসহায় শিশুকে কোলে তুলে নেয় সে এবং মাতৃত্বের মমতায় তাকে বড় করে তোলে। কিন্তু বাদ সাধে সমাজ। তাদের মতে হরিদাসীর কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটি মুসলমানের ছেলে, তাকে কাছে রাখলে ব্রাহ্মণ সমাজের অশুচি হবে। কিন্তু হরিদাসী এত কিছু ভাবতে চায় না। তার কাছে মাতৃত্বের দাবিই বড় বিষয়।

[দি. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-২।
সোনার বাংলা কলেজ, বুড়িচং, কুমিল্লা; ১। প্রশ্ন নম্বর-২। দি মিলেনিয়াম স্টারস স্কুল এড কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নম্বর-৪।]

- ক. বুড়িকে মা বলে ডাকে কে? ১
- খ. "চিনবে না। আমি অনেকদিন গায়ে আসিনি"— উক্তিটি কেন করা হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের হরিদাসীর মধ্যে 'আহ্লান' গল্পের কোন চরিত্রের ছায়াপাত লক্ষণীয়, ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. প্রেক্ষাপট আলাদা হলেও বুড়ি ও হরিদাসীর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে মাতৃত্বের হাহাকার— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বুড়িকে মা বলে ডাকে হাজরা ব্যাটার বউ।

খ. গায়ে বহুদিন না আসায় তাকে চেনার কথা বোঝাতে 'আহ্লান' গল্পের কথক আলোচ্য উক্তিটি করেছিল।

কথক শহরে চাকরি করে। এ কারণে তার গায়ে আসা হয় না। তার পৈতৃক বাড়ি যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটিতে জঙ্গল গজিয়েছে। তাই গায়ের অনেক লোকই তাকে চিনবে না সেটাই স্বাভাবিক। এ কারণেই বৃন্দা কথককে চিনতে না পারলে কথক প্রগোস্ত উক্তিটি করেছিল।

গ. 'আহ্লান' গল্পে জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে আত্মিক সম্পর্কের বিষয়টি অধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিধৃত হয়েছে।

'আহ্লান' গল্পে ফুটে উঠেছে হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শে গড়ে ওঠা মমতাময় এক সম্পর্কের কথা। গায়ের এক বৃন্দা শহর থেকে আসা কথকের প্রতি স্নেহের টান অনুভব করেছে। তাই কোনো স্বার্থ ছাড়াই সে কথকের প্রতি স্নেহের প্রকাশ ঘটিয়েছে।

উদ্দীপকের নিঃসন্তান হরিদাসী কুড়িয়ে পাওয়া একটি শিশুকে পরম মমতায় বড় করে তোলে। সমাজের মানুষ ছেলেটিকে মুসলমান ভেবে হরিদাসীকে বলে তাকে ত্যাগ করতে। কিন্তু হরিদাসীর কাছে ধর্মের ব্যবধানের চেয়ে মাতৃত্বের দাবিই বড় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে 'আহ্লান' গল্পের বৃন্দার কাছেও সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তার স্নেহের দিকটি। কথক হিন্দু হলেও মুসলিম বৃন্দার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। নিজের ছেলে মনে করেই বৃন্দা কখনো পাকা আম, পাতিলেবু কখনো কাঁচকলা বা কুমড়া দিয়ে তার স্নেহের প্রকাশ ঘটিয়েছে। ধর্মীয় ব্যবধান ও রক্তের সম্পর্কের উর্ধ্বে গিয়ে হরিদাসী ও বৃন্দা তাদের স্নেহকেই মর্যাদা দিয়েছে।

ঘ. 'আহ্ৰান' গল্পে উদার মাতৃত্ববোধের প্রকাশ লক্ষ করা যায় বলে বলা যায় যে, প্রগোস্ত কথ্যটি যুক্তিসংগত।

'আহ্ৰান' গল্পে একটি নির্মল সম্পর্কের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বৃন্দা ও কথকের মাঝে গড়ে ওঠা নিঃস্বার্থ সম্পর্কটিতে স্নেহ-মমতার বাইরে অন্য আর কিছুই মুখ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

উদ্দীপকের হরিদাসী ধানক্ষেতের পাশে একটি শিশুকে কুড়িয়ে পায়। সমাজের বাধা-নিয়মকে তোয়াক্কা না করেই শিশুটিকে আপন করে নেয় সে। অন্যদিকে 'আহ্ৰান' গল্পের বুড়িটিও কথককে স্নেহ-মমতার সম্পর্কে বেঁধে নেয়। ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক অবস্থান ভিন্ন হলেও বা রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও বৃন্দা কথককে আপন ভেবে নিয়েছিল।

বাজারে যাওয়ার পথে বৃন্দার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কথকের। তখন কথক বৃন্দার খোঁজখবর নিলে নিঃসঙ্গ বৃন্দা কথকের মাঝে পুত্রের ছায়া খুঁজে পায়। এরপর থেকেই বৃন্দা নানাভাবে কথকের প্রতি তার স্নেহের প্রকাশ ঘটাতো থাকে। কখনো দুধ, পাকা আম, কখনো কাঁচকলা বা পাতিলেবু নিয়ে যায় কথকের কাছে। মায়ের অধিকার নিয়ে বুড়ি দাবি জানায়, যেন মৃত্যুর পর তার কাফনের কাপড় কথকই কিনে দেয়। এদিকে উদ্দীপকের হরিদাসীও কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেকে আপন করে নিয়েছে, তার জন্য সমাজের বিরুদ্ধে গিয়েছে। কথক বুড়ির রক্তের সম্পর্কের কেউ নয়, কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটিও হরিদাসীর রক্তের সম্পর্কের নয়। একইসঙ্গে তাদের পরস্পরের ধর্মও আলাদা। তবু সব কিছুর চেয়ে মাতৃত্বের দাবিই তাদের কাছে বড়। তাই প্রগোস্ত উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৮ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র হিমেল। লেখাপড়ার ব্যস্ততায় তার গ্রামের বাড়িতে আসার খুব একটা সুযোগ হয় না। তবে ঈদের ছুটি, পূজার ছুটিতে যখন নিজ গ্রামে আসে, গরিব-দুঃখী মানুষের খোঁজ-খবর নেয়; সেবা-যত্ন করে। নিজের নান্দার খরচ, হাত-খরচ থেকে বাঁচানো টাকায় গ্রামের হতদরিদ্র অসুস্থ মানুষদের চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্য করে। এমনকী দুঃস্থদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে সে কাফনের কাপড় পর্যন্ত কিনে দেয়। গ্রামের সবাই তাকে পছন্দ করে এবং ভালোবাসে।

ক/ বো. ১৭৪ প্রশ্ন নম্বর-২/

- ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ১
- খ. বুড়ি কেন প্রায়ই লেখকের জন্য এটা-সেটা নিয়ে আসত? ২
- গ. উদ্দীপকের হিমেলের সাথে 'আহ্ৰান' গল্পের কোন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'গ্রামের সবাই তাকে পছন্দ করে এবং ভালোবাসে'— গোপালের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য— উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫০ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

খ. লেখকের প্রতি স্নেহের কারণে বুড়ি প্রায়ই এটা-সেটা নিয়ে আসত। স্বামী-সন্তানহীন বুড়ির আপন বলতে কেউ ছিল না। একদিন লেখকের সঙ্গে দেখা হলে লেখক বুড়ির খোঁজ-খবর নেন ও তাকে কিছু টাকা দেন। লেখকের এ সামান্য মনোযোগই অবহেলিত নিঃসঙ্গ বুড়ির মনে দাগ কাটে। তাই তো বুড়ি কখনো পাকা আম, পাতিলেবু, কখনো দুধ বা কাঁচকলা এনে লেখকের প্রতি তার অকৃত্রিম স্নেহের প্রকাশ ঘটাত।

গ. উদ্দীপকের হিমেলের সাথে 'আহ্ৰান' গল্পের গল্পকথকের চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

আলোচ্য গল্পের কথক একজন উদার মনের মানুষ। একই সঙ্গে তিনি সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত। তাই তো তাঁর গায়ের এক দরিদ্র, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, অবহেলিত বৃন্দার সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

উদ্দীপকের হিমেল ঈদ বা পূজার ছুটিতে যখন নিজ গায়ে যায়, তখন গরিব-দুঃখী মানুষের সেবা-যত্ন করে। হাত-খরচের টাকা বাঁচিয়ে হতদরিদ্রের চিকিৎসার জন্য অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। এমনকি দুঃস্থদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে কাফনের কাপড় পর্যন্ত কিনে দেয়। আলোচ্য গল্পের কথকের চরিত্রে মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলো হিমেলের ন্যায় এত ব্যাপকভাবে ফুটে ওঠেনি। গায়ের সেই বৃন্দার প্রতি কথকের আন্তরিকতার দিকটি স্পষ্ট। বৃন্দার খোঁজ-খবর নেওয়া, অসুস্থতার সময়ে ওষুধ-পথ্য দিয়ে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে তাঁর মানবিক দিকটি ফুটে উঠেছে।

ঘ. 'আহ্ৰান' গল্পের কথকের প্রতি গ্রামের এক বৃন্দার স্নেহপূর্ণ আন্তরিক সম্পর্কের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, যা উদ্দীপকের হিমেলের ক্ষেত্রেও প্রায় সমান্তরালে আলোচনার দাবি রাখে।

'আহ্ৰান' গল্পটিতে কথকের প্রতি গায়ের এক বৃন্দার অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসার দিকটি ফুটে উঠেছে। কথকের সামান্য মনোযোগ নিঃসঙ্গ, অবহেলিত বৃন্দার মনে যে স্নেহের উদ্রেক করেছিল, তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

উদ্দীপকের হিমেল ঈদ বা পূজার ছুটিতে গ্রামে গিয়ে গরিব-দুঃখী মানুষের সেবা করে। হাত-খরচের টাকা বাঁচিয়ে হতদরিদ্র অসুস্থ মানুষকে অর্থ প্রদান করে। এমনকি দরিদ্র কারো মৃত্যু হলে কাফনের কাপড়ও কিনে দেয়। এদিকে 'আহ্ৰান' গল্পের কথক গায়ের এক বৃন্দার প্রতি তাঁর আন্তরিকতা প্রকাশ করেছেন।

উদ্দীপক ও আলোচ্য গল্পের প্রেক্ষাপটটি আলাদা। ফলে ঘটনার ব্যাপকতাও ভিন্ন। 'আহ্ৰান' গল্পে কথককে গ্রামের মানুষের ভালোবাসার দিকটি তাঁর প্রতি গ্রামের মানুষের আন্তরিকতায় ফুটে ওঠে। যে কারণে হিমেলকে গায়ের সকল মানুষ ভালোবাসে, সে কারণটি আলোচ্য গল্পে অনুপস্থিত। হিমেলের সেবার মানসিকতা গায়ের সকলের জন্য প্রযোজ্য, লেখকের বেলায় শুধু এক বৃন্দার ক্ষেত্রে তা ঘটেছে। সামগ্রিকভাবে আলোচ্য গল্পে কথকের বিশেষভাবে পছন্দ বা ভালোবাসার কোনো ঘটনা ঘটেনি। তাই আলোচ্য উক্তিটি কথকের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়।

প্রশ্ন ৫ সেই বাংলাদেশে ছিল সহস্রের একটি কাহিনি

কোরানে-পুরাণে, শিল্পে, পালা-পার্বনের ঢাকে-ডোলে,
আউল-বাউল নাচে; পুণ্যাহের সানাই রজিত
রোদুরে আকাশতলে দেখে কারা হাটে যায়, মাঝি
পাল তোলে, তাঁতি বোনে, খড় ছাওয়া ঘরের আগুনে
মাঠে ঘাটে-শ্রমসঙ্গী নানা জাতি ধর্মের বসতি
চিরদিন বাংলাদেশ—

চ/ বো. ১৭৪ প্রশ্ন নম্বর-২/

- ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী যুগল উপন্যাসের নাম কী? ১
- খ. 'স্নেহের দান এমন করা ঠিক হয়নি'— কথ্যটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের মূলভাব কোন বিচারে 'আহ্ৰান' গল্পের মূলভাবকে ধারণ করে? তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপকের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ‘আহ্বান’ গল্পের গল্পকথকের মনোজগতে ধরা পড়েছে”— উক্তিটির যথার্থতা প্রতিপন্ন করো।

৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী যুগল উপন্যাসের নাম— ‘পথের পাঁচালী’ ও ‘অপরাজিতা’।

খ. ‘আহ্বান’ গল্পের কথকের প্রতি বৃন্দার স্নেহ-ভালোবাসাপূর্ণ এক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

অসহায় বুড়ি কথককে স্নেহ করে প্রতিদিনই তার জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসে। একদিন সে তার পাতানো মেয়ের কাছ থেকে কিছুটা দুধ কথকের জন্যে চেয়ে আনে। এতে কথক কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে দুধের দাম দিয়ে দেন। পরবর্তীতে কথকের কাছে বিষয়টি ঠিক বলে মনে হয়নি যা প্রয়োজ্ঞ উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

গ. উদার মানবিক সম্পর্কের দিক বিচারে উদ্দীপকের মূলভাব ‘আহ্বান’ গল্পের মূলভাবকে ধারণ করে।

গল্পে অসহায় বুড়ি ও গল্পকথকের মাঝে ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানের চেয়ে মানবিক সম্পর্ক বড় হয়ে উঠেছে। গল্পকথক ছুটিতে মাঝে মাঝে গ্রামে বেড়াতে আসেন। গ্রামে এসে এক অসহায় বুড়ির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বুড়ি তাঁর খোজখবর নেয় এবং নানান সময় বিভিন্ন খাবার সঙ্গে নিয়ে আসে। বুড়ির এমন স্নেহমাখা ব্যবহার গল্পকথকের হৃদয়েও ভালোবাসার সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে বাঙালির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতির বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙালির মাঝে জাতি-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ নেই। কোরানে-পুরাণে, পালা-পার্বনে তারা মিলেমিশে বসবাস করে। বিপদে-আপদে তারা একে-অন্যকে সহযোগিতা করে। তাদের মাঝে উদার মনোভাবের ফলেই পারস্পরিক এ সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় হয়েছে। ‘আহ্বান’ গল্পেও বুড়ির সঙ্গে গল্পকথকের উদার মানবিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব বলতে পারি, উদ্দীপক ও ‘আহ্বান’ গল্পে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানের চেয়ে মানবিক সম্পর্ক প্রধান হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

ঘ. ‘আহ্বান’ গল্পে উদার ও সংস্কারমুক্ত মনোভাবের মধ্য দিয়ে গল্পকথকের অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে।

গল্পে দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের উত্তরণ দেখানো হয়েছে। গল্পের অসহায় বুড়ি ভিন্ন ধর্মের হলেও গল্পকথককে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। গল্পকথক গ্রামে এলেই বুড়ি তাঁর খোজখবর নেয় এবং তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসে। গল্পকথকও অসুস্থ বুড়িকে দেখতে তার বাড়িতে যান। অর্থাৎ সকল জাতবিভেদকে ভুলে বুড়ির আন্তরিকতা গল্পকথকের মাঝে মায়ার বন্ধন সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। আউল-বাউলের এদেশে সবাই মিলেমিশে বাস করে। ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ এদেশের মানুষের মাঝে কোনো দূরত্ব তৈরি করতে পারেনি। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে পারস্পরিক মেলবন্ধনের মাধ্যমেই এদেশের মানুষের জীবনপ্রণালী গড়ে ওঠে। ‘আহ্বান’ গল্পের কথক ও বুড়ির মাঝে গড়ে ওঠা সম্পর্কে এরই ইজিত মেলো।

‘আহ্বান’ গল্পে দেখানো হয়েছে— মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির বন্ধন ধনসম্পদে নয়, হৃদয়ের আন্তরিকতার স্পর্শে গড়ে ওঠে। এজন্য ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে গল্পকথক ও বুড়ির মাঝে আর্থিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় যা গল্পকথকের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবকেই নির্দেশ করে। উদ্দীপকেও বাঙালির মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ফলে যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব বলা যায়, “উদ্দীপকের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ‘আহ্বান’ গল্পের গল্পকথকের মনোজগতে ধরা পড়েছে”— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৬ সমাজপতিদের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত সৌদামিনী প্রকাশ করতে বাধ্য হয় যে, তার পালিতপুত্র হরিদাস নমশূদ্র নয়, সে মুসলমানের ঔরসজাত। হরিদাসও নিশ্চিত হয় সৌদামিনী মালো তার মা নয়। আর এ কথা জেনেই সে নিরুদ্ভিষ্ট হয়। ফলে অচিরেই তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। সমাজের চাপে সৌদামিনীর মাতৃহৃদয়ের বলি ঘটে বটে, তবে তার হৃদয়ের হাহাকার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকে। তার দীর্ঘস্থাসে উচ্চকিত হয়— মাতৃহৃদয়ের কাছে ধর্ম, অর্থ সকলই তুচ্ছ। এভাবেই জয় হয় মানবিক সম্পর্কের। //সি. বো., ব. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-১, ২ কল্পবাজার সরকারি কলেজ, প্রশ্ন নম্বর-১/

ক. ‘আহ্বান’ গল্পে লেখক বুড়িকে প্রথম কোথায় দেখেছিলেন? ১

খ. “ওর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর থেকে আমায় আহ্বান করে এনেছে।”— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের সৌদামিনী মালো ‘আহ্বান’ গল্পের কার সঙ্গে তুলনীয়? আলোচনা করো। ৩

ঘ. “উদ্দীপক ও ‘আহ্বান’ গল্পে অপত্য স্নেহের নিকট সাম্প্রদায়িক চেতনা পরাজিত হয়েছে।”— আলোচনা করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘আহ্বান’ গল্পে লেখক বুড়িকে প্রথম দেখেছিলেন আমবাগানের মধ্যে একটি আমগাছের ছায়ায়।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর চম্ভব্য।

গ. ‘আহ্বান’ গল্পের কথকের প্রতি বুড়ির সন্তানবাহুসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

‘আহ্বান’ গল্পে বুড়ির মাঝে প্রকাশ পেয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ সর্বজনীন মাতৃত্ব। এ মাতৃস্নেহের কারণে সে মুসলিম হয়েও হিন্দু গোপালকে আপন পুত্রের মতো স্নেহ করেছে। তার খাওয়ার জন্যে ফল এনে দিয়েছে, বসার জন্যে বুনেছে খেজুর পাতার চাটাই। তার সে স্নেহের মাঝে নেই কোনো কৃত্রিমতা। সৌদামিনী মালোর মাঝেও এমন সর্বজনীন মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের সৌদামিনী মালোর মাতৃহৃদয়ের ভালোবাসার কাছে পালিত পুত্র হরিদাসের ধর্ম মুখ্য হয়ে ওঠেনি। নিজে হিন্দু ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও সে মুসলমানের পুত্রকে আপন করে নিয়েছে। সমাজের সমস্ত চাপ সত্ত্বেও নিজের কাছে আগলে রাখতে চেয়েছে হরিদাসকে। আর হরিদাস যখন তার পরিচয় জানতে পেরে নিরুদ্ভিষ্ট হয়ে গেছে তখন হাহাকার করে উঠেছে সৌদামিনীর মাতৃহৃদয়। মাতৃহৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশে ‘আহ্বান’ গল্পের বুড়িও এই সৌদামিনীর মতো অনন্য। তাই তো সে নিঃসংকোচে গোপালের কাছে নিজের কান্ধনের কাপড় প্রত্যাশা করেছে। এসব দিক বিবেচনায় উদ্দীপকের সৌদামিনী মালো ‘আহ্বান’ গল্পের বুড়ির সঙ্গে তুলনীয়।

১. 'আহ্বান' গল্পে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

'আহ্বান' একটি উদার মানবিক সম্পর্কের গল্প। এখানে বুড়ির হৃদয়ে গোপালের প্রতি যে অপত্যস্নেহের জাগরণ ঘটেছে তার কাছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ সবকিছু নিমেষেই তুচ্ছ হয়ে গেছে। আলোচ্য উদ্দীপকেও এমনি মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের সৌদামিনী অসামান্য মাতৃহৃদয়ের অধিকারী। মুসলমানের সন্তানকে নিজের সন্তান হিসেবে পালন করতে তার কোনো দ্বিধা হয়নি। সমাজের সমস্ত বাধাকে সরিয়ে হরিদাসকে নিজের কাছে আগলে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু সমাজের চাপে সে ব্যর্থ হয়েছে। তবে হরিদাসকে হারিয়ে সৌদামিনীর মাতৃহৃদয়ে যে হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে তা জাতি-ধর্ম-বর্ণের সমস্ত ব্যবধানকে তুচ্ছ করে দিয়েছে। বস্তুত সৌদামিনীর মাতৃহৃদয়ের কাছে সাম্প্রদায়িক চেতনা তুচ্ছ হয়ে গেছে।

উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্পে সবকিছুর উর্ধ্বে মাতৃস্নেহের অবস্থান। উভয়ক্ষেত্রে অপত্যস্নেহের কাছে সব প্রতিবন্ধকতা পরাজিত হয়েছে। এ কারণে হৃদয়বিহীন হওয়া সত্ত্বেও বুড়ি গোপালের জন্যে ফল নিয়ে এসেছে। আবার গোপাল বুড়িকে টাকা দিলে বুড়ি কষ্ট পেলেও তার মাতৃহৃদয় দমে যায়নি। পরের দিন গোপালের জন্যে আবার দুধ নিয়ে এসেছে। এমনকি তার বসার জন্যে খেজুর পাতার চটাইও বুনেছে সে। আর সবশেষে সে যে গোপালের কাছে কাফনের কাপড় চেয়েছে, তাতে নিঃসন্দেহে গোপালের অবস্থান তার হৃদয়ে সন্তানতুল্য সে বিষয়টি নির্দেশ করে। উদ্দীপকের সৌদামিনীও তেমনি এক স্নেহময়ী মায়ের চরিত্র। তাই বলা যায় যে, প্রয়োক্ত উক্তিটি যথার্থ।

৩. মান্নানকে দেখে বুড়ির চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। ছেলে বসিরকে মনে পড়েছে তার। বসির বেঁচে থাকলে মান্নানের মতোই হতো। দশ বছর পূর্বে গ্রামে ভয়াবহ কলেরা হল; আর সেই অসুখেই বুড়ির স্বামী, ছেলে সবাইকে হারিয়ে এখন সে নিঃস্ব। পরের বাড়িতে থাকে। তার দেখাশোনা করার মতো কোনো নিকটাত্মীয় নেই। মানুষের দ্বারে দ্বারে চেয়ে চিত্তে খায়। গ্রামের লোকেরা বলে প্রিয়জনের শোকে বুড়ির মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু মান্নানের সেটা মনে হয় না। মান্নানের মনে হয় বুড়ির অন্তরটা স্নেহের সাগর; যাকে বিস্তৃত, সামাজিক মর্যাদা— এসব কিছু দিয়ে যার পরিমাপ করা যায় না।

[জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ। প্রায় নম্বর-৪/]

- ক. লেখকের বাবার পুরাতন বন্ধুর নাম কী? ১
- খ. 'বুড়ি একটু ঘাবড়ে গেল।' কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের বিষয়বস্তুর সাথে 'আহ্বান' গল্পের বুড়ির স্নেহপরায়ণতার তুলনা করো। ৩
- ঘ. 'মাতৃস্নেহ অপরিমিত, এর কাছে আপন-পর ভেদাভেদ নেই'— উক্তিটি উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্পের অবলম্বনে মূল্যায়ন করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

১. লেখকের বাবার পুরাতন বন্ধুর নাম চক্কোতি মশায়।

২. 'আহ্বান' গল্পের কথকের প্রতি বৃন্দার স্নেহ-ভালোবাসাপূর্ণ এক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

অসহায় বুড়ি কথককে স্নেহ করে প্রতিদিনই তার জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসে। একদিন সে তার পাতানো মেয়ের কাছ থেকে কিছুটা দুধ কথকের জন্যে চেয়ে আনে। এতে কথক কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে দুধের দাম দিয়ে দেন। পরবর্তীতে কথকের কাছে বিষয়টি ঠিক বলে মনে হয়নি যা প্রয়োক্ত উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

৪. উদ্দীপকের বুড়ির সন্তান বাহুসালের সাথে গল্পের বুড়ির স্নেহপরায়ণতার দিকটি তুলনীয়।

'আহ্বান' গল্পে বুড়ি গোপাল নামে একটি হিন্দু ছেলেকে স্নেহ ও মমতায় আপন করে নেয়। নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মাঝেও তাকে নানাভাবে নানা জিনিস দিতে চায় এবং তাকে অনেককিছু খাও। এমন কী, মৃত্যুর সময়ও গোপালকে ডুলে না। বরং গোপালের কাছে স্নেহের দাবির কারণে কাফনের কাপড়ও চায়। পুরো গল্পেই বুড়ির গোপালের প্রতি স্নেহের বিষয়টি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপকে, মান্নানকে দেখে বুড়ির নিজের ছেলে বসিরের কথা মনে পড়ে। দশ বছর পূর্বে ছেলেকে হারিয়ে মান্নানের মাঝে সে নিজের ছেলেকে দেখতে পায়। গ্রামের লোক তাকে 'মাথা খারাপ' মনে করলেও মান্নান তা মনে করে না। মান্নান তার প্রতি বুড়ির স্নেহের ব্যাপারটিকেই প্রাধান্য দেয়। উদ্দীপকের সাথে গল্পের বুড়ির স্নেহপরায়ণতার মিল থাকলেও অন্যান্য দিক গুলোয় বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

৫. মাতৃস্নেহ এমনই একটি বিষয় যা আপন পর, ধর্ম, সামাজিক মর্যাদা সব কিছুর উর্ধ্বে অবস্থান করে।

'আহ্বান' গল্পে বুড়ি অনা ধর্মের গোপালকে মাতৃস্নেহে আপন করে নেয়। তার অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেও স্বচ্ছল ছিলো না। তবু, কখনো আম, কখনো দুধ প্রভৃতি দিয়ে গোপালের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করতো। মৃত্যুর সময়ও বুড়ি গোপালের নাম করেই মারা যায়।

উদ্দীপকে স্বামী-সন্তানহারা বুড়ি মান্নানকে প্রচণ্ড স্নেহ করে। মান্নানকে দেখে বুড়ির নিজের সন্তান বসিরের কথা মনে হয়। বুড়িকে সবাই পাগল বললেও মান্নানের চোখে বুড়ির স্নেহ ও ভালোবাসা অপরিমেয় বলে মনে হয়। বুড়ি মান্নানকে অনেক বেশি স্নেহ করে। মাতৃসুলভ স্নেহের কাছে বুড়ির মানসিক, সামাজিক বা বিত্ত বৈভবের কথা তার কাছে ক্ষুদ্র মনে হয়।

উদ্দীপক ও গল্পের 'বুড়ি' চরিত্র দুটি মাতৃস্নেহের আঁকড়। তারা নিজ সন্তান ও আপনজনকে হারিয়ে অন্যজনের সন্তানকে নিজের মনে করে পরম স্নেহ করে। মাতৃস্নেহের কারণেই তারা পরকেও আপন করে নেয়। গল্পের গোপাল ও উদ্দীপকের মান্নান উভয়েই গ্রামের গরিব ও নিঃস্ব বুড়ির স্নেহ ও মমতায় সিক্ত হয়। তাই বলা যায়, 'মাতৃস্নেহ অপরিমিত, এর কাছে আপন-পর ভেদাভেদ নেই'—উক্তিটি যথার্থ।

৬. সবারে বাসিব ভালো, করিব না আত্মপর ভেদ
সংসারে গড়িব এক নতুন সমাজ।
মানুষের সাথে কত মানুষের রবে না বিচ্ছেদ—
সর্বত্র মৈত্রীর ভাব করিবে বিরাজ।

[বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। প্রায় নম্বর-২/]

- ক. আহ্বান গল্পে 'আহ্বান' লেখক কী অর্থে ব্যবহার করেছেন? ১
- খ. 'স্নেহের দান— এমন করা ঠিক হয়নি।'— কার উক্তি? কোন প্রসঙ্গে? ২
- গ. উদ্দীপকের কাব্যংশের বক্তব্য 'আহ্বান' গল্পের সাথে কী সাদৃশ্য বহন করে? তা লেখো। ৩
- ঘ. "মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বাঁধন তা ধন সম্পদের নয়।"— উদ্ভৃতিটি 'আহ্বান' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'আহ্বান' গল্পে লেখক 'আহ্বান' কথাটি ব্যবহার করেছেন বুড়ির সাথে গল্পকথকের স্নেহাতুর সম্পর্ক বোঝাতে।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ। মানুষের প্রতি বৈষম্যহীন আচরণের দিক থেকে উদ্দীপকের কাব্যংশ এবং গল্পের মধ্যে সাদৃশ্যতা বিদ্যমান।

'আহ্লান' গল্পে অসহায় বুড়ি ও গল্পকথকের মাঝে ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানের উর্ধ্বে মানবিক একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। গল্পকথক ও বুড়ি দুজন দুই ধর্মের। গল্পকথক ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে আসলে এক অসহায় মুসলমান বুড়ির সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বুড়ি অন্য ধর্মের হয়েও তাঁর খোজখবর নেয় এবং তাঁকে বিভিন্ন খাবার দেয়। বুড়ির এমন স্নেহমাখা ব্যবহার গল্পকথকের হৃদয়েও ভালোবাসার সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে সবার মিলে-মিশে বাস করা উচিত। হিংসা-বিশেষ ভুলে পারস্পরিক মেলবন্ধনের মাধ্যমে নতুন সমাজ গড়ে তোলাই কাম্য। ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য মানুষের মাঝে কোনো দূরত্ব তৈরি করবে না। এমন সমাজই প্রত্যাশিত। 'আহ্লান' গল্পেও ফুটে উঠেছে এর ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দারিদ্র্যতার উর্ধ্বে এক মানবিক দিক। অতএব, উদ্দীপক ও 'আহ্লান' গল্পে যে মানবিক সম্পর্কের প্রাধান্য বর্ণনা করা হয়েছে সেদিক থেকে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ। 'আহ্লান' গল্পে দরিদ্র বৃদ্ধার নিবিড় স্নেহ ও উদার হৃদয়ের আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে যা প্রশ্নোত্তর উদ্ভূতিটি ধারণ করে।

উল্লিখিত গল্পে দারিদ্র্য-পীড়িত গ্রামের মানুষের সহজ-সরল জীবনধারা বর্ণিত হয়েছে। এ গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন আর্থিক অবস্থানে বেড়ে-ওঠা চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ গল্পে বুড়ির হৃদয়ে গল্পকথকের প্রতি যে অপত্যস্নেহের জাগরণ ঘটেছে তার কাছে আর্থিক অবস্থান নিম্নেই তুচ্ছ হয়ে গেছে।

উদ্দীপকে মানবিক সম্পর্কের চিত্র ফুটে উঠেছে। মানবীয় সম্পর্কে ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক অবস্থান কোনো কিছুই প্রাধান্য পাওয়া উচিত নয়। সবাইকে আপন করে নিয়ে একটি নতুন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। যে সমাজের সব জায়গায় মৈত্রীর ভাব বিরাজ করবে।

'আহ্লান' গল্পে ও উদ্দীপকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্নেহ ও প্রীতির অবস্থান। উভয়ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে ভালোবাসার কাছে সব প্রতিবন্ধকতার পরাজয়। ধনী-দরিদ্রের শ্রেণিবিভাগ ও বৈষম্য নিবিড় স্নেহ ও আন্তরিকতার কারণে ঘুচে যায়। এজন্যই আমরা দেখতে পাই হতদরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও বুড়ি গল্পকথকের জন্য স্নেহের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আসে। আবার গল্পকথকও তার জন্য হৃদয়ের টান অনুভব করে। সুতরাং 'মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির যে বাধন তা ধন সম্পদের নয়'— উক্তিটি যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন ৯। অবস্থাপন্ন মুসলিম পরিবারের গৃহকর্তা জোহরা বেগম। স্বামীর অবর্তমানে বিপুল সম্পত্তির দায়িত্ব তার ওপর এসে পড়ে। একমাত্র সন্তানের অকালমৃত্যু তাকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে। উদার ও মানবিক জোহরা কখনো বিষয়-সম্পত্তি কুক্ষিগত করে রাখার আকর্ষণ অনুভব করে না। মাতৃত্বের শূন্যতায় তার অন্তরাঙ্গা সর্বদা হাহাকার করে। একই গ্রামের বিপ্লব রায়ের পরিবারের চার সদস্য সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করার পর দশ বছরের শিশু পুত্র অনিক অনাথ, অসহায় হয়ে পড়ে। নিঃসন্তান জোহরা বেগম সমাজ ও ধর্মের বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করে অনিকের দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করে। সে দিনের অনাথ দিশেহারা অনিক আজ দেশবরেণ্য বিজ্ঞানী, জোহরা বেগমের চোখের মণি।

(ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-১)

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ইছামতি' কোন ধরনের রচনা? ১

খ. 'স্নেহের দান-এমন করা ঠিক হয়নি'— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের জোহরা বেগম চরিত্রের সাথে আহ্লান গল্পের 'বুড়ি' চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য উপস্থাপন করো। ৩

ঘ. "প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের উদার মানবিকবোধ 'আহ্লান' গল্পের অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সহাবস্থানকেই নির্দেশ করে।"— 'আহ্লান' গল্পের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'ইছামতি' একটি উপন্যাস।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকের জোহরা বেগমের সাথে আহ্লান গল্পের 'বুড়ি' চরিত্রের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য— উভয়ই বিদ্যমান।

গল্পের বুড়ি একজন দরিদ্র ও স্বামী-সন্তানহারা মানুষ। দরিদ্র হলেও তার মনটা উদার। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই গোপালের সাথে স্নেহময় আচরণে।

উদ্দীপকের জোহরা বেগম একজন বিষয়-সম্পত্তি সম্পন্ন গৃহকর্তা। তিনি অনাথ অনিকের মধ্যে নিজের মৃত সন্তানের ছায়া খুঁজে পান। তাই তাকে যত্ন করে বড় করে তোলেন। গল্পের বুড়ির সাথে জোহরা বেগমের স্নেহময় মানসিকতার দিকটির সাদৃশ্য রয়েছে। দুজনেই ধর্মের উর্ধ্বে ভালোবাসার বন্ধনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু বুড়ির মতো জোহরা বেগম বৃদ্ধ ও দরিদ্র ছিল না। এছাড়া বুড়ি গোপালকে ছোট থেকে বড় করে তোলেননি। এসব দিক দিয়ে দুটি চরিত্রের বৈসাদৃশ্য প্রকাশ পায়।

ঘ. প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের জোহরা বেগম এবং গল্পের বুড়ি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনা সম্পন্ন ও মানবিক গুণসম্পন্ন।

'আহ্লান' গল্পের বুড়ি ছিল দরিদ্র মুসলমান। সে গল্পকথককে অনেক স্নেহ করতেন। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গোপালেরই নাম করে যায় বুড়ি। বুড়ির স্নেহের কাছে গোপালের ধর্মীয় অবস্থান কোনো বাধা ছিল না।

উদ্দীপকের জোহরা বেগম গায়ের হিন্দু এক লোকের সন্তানকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করে। সন্তানহারা জোহরা বেগম সমাজ ও ধর্মের বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করে সেই ছেলের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তার এ আচরণ তার অসাম্প্রদায়িক চেতনাকেই নির্দেশ করে। তিনি ধর্মের চেয়ে মানবিকতাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

উদ্দীপক ও গল্পে জোহরা বেগম ও বুড়ির উদার মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। জোহরা বেগম তার সবটুকু দিয়ে বড় করে তোলে অনিককে। অন্যদিকে হতদরিদ্র বুড়ি নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে ভালোবেসে যায় গোপালকে। এভাবেই ধর্মীয় বাধাকে ছাপিয়ে উদ্দীপক ও গল্পে ফুটে ওঠে উদার মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই বলা যায়, প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের উদার মানবিকবোধ, 'আহ্লান' গল্পের অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সহাবস্থানকেই নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ১০। কেউ মালা, কেউ তস্বি গলায়,

তাইতে কী জাত ভিন্ন বলায়,

যাওয়া কিংবা আসার বেলায়

জোতের চিহ্ন রয় কার রে।

গর্তে গেলে কৃপজল কয়,

গজায় গেলে গজাজল হয়

মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়,

ভিন্ন জানায় পাত্র-অনুসারে।

(সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-২)

- ক. কোন গাছের নিচে বুড়িকে কবর দেয়া হয়? ১
খ. বাঙালি নারী স্বামীর নাম মুখে নেয় না কেন? ২
গ. উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্প কোন দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩
ব্যাখ্যা করো।
ঘ. "উক্ত ভাবই মানবজীবনের মূলসূর।"— মন্তব্যটি উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্পের আলোকে বিচার করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. মাকাল লতা দোলানো একটা প্রাচীন তিব্বি রাজ গাছের নিচে বুড়িকে কবর দেয়া হয়।

খ. সামাজিক রীতি ও ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে বাঙালি নারী স্বামীর নাম মুখে নেয় না।

তৎকালীন সমাজে নারীরা ধর্মীয় বিধিনিষেধ ও সংস্কারের কারণে স্বামীর নাম মুখে আনতে পারত না, যা একসময় প্রথা বা রীতিতে পরিণত হয়। এজন্য কোনো নারী স্বামীর নাম মুখে আনাকে রীতিবিরুদ্ধ এবং অশোভনীয় মনে করে। তাই বাঙালি নারীরা স্বামীর নাম মুখে নেয় না।

গ. অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিক থেকে উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্পের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে মানুষের আসল পরিচয় 'মানুষ' হিসেবে হওয়া উচিত। ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়গত বিভেদ মানুষের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি করে। 'আহ্বান' গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন গল্পকথক ও বুড়ি চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

উদ্দীপকে মানবিক সম্পর্কে উপজীব্য করে তোলা হয়েছে মানুষের পরিচয় নির্ণয়ে। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এভাবে ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ পরিচিত হলেও মানুষের মূল পরিচয় তার মানবধর্মে। বাইরের দিক থেকে ভিন্নতা থাকলেও ভেতরে সবারই সমান রূপ। 'আহ্বান' গল্পে সংস্কারমুক্ত উদার মানবিক সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। গল্পের কথক ও বুড়ি দুজন দুই ধর্মের মানুষ হলেও তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে হৃদয়ের আন্তরিকতা, পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির ফলে। সুতরাং 'আহ্বান' গল্পে অসাম্প্রদায়িক চেতনার যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, সে বিষয়টি উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো উদার মানবিক চেতনা, যা 'আহ্বান' গল্পেরও মূলসূর।

আলোচ্য গল্পে বৈষম্যহীন উদার মানবিক আবেদনের দিকটি পরিলক্ষিত হয়। যেখানে বুড়ি চরিত্রের সাথে শহরবাসী গল্পকথকের গড়ে ওঠা সম্পর্ক অকৃত্রিম ও মানবিকতার সুতোয় বাঁধা। অনাথ বুড়ি অপত্যস্নেহে গল্পকথককে কাছে টেনে নিয়েছে, গল্পকথকও বুড়ির প্রতি অকৃত্রিম টান অনুভব করেছেন।

উদ্দীপকে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। মানুষের পরিচয় ধর্মের মাধ্যমে নয়। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার মনের ধর্মের মাঝে লুকায়িত। কেউ মালা, তসবি গায়ে দিলেই তার আলাদা কোনো পরিচয় প্রকাশ পায় না। মানবিক ঔদার্যই মানুষকে অভিন্নরূপে গড়ে তোলে। সব মানুষ মূলত এক ও অভিন্ন।

'আহ্বান' গল্পে উদ্দীপকের মূলভাবের মিল রয়েছে। গল্পে স্থান পেয়েছে মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির অপরিসীম গুরুত্ব। যে বন্ধন ধনসম্পদে নয়, হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শে গড়ে ওঠে। সেখানে ধনী-গরিব,

উঁচু-নিচু, হিন্দু-মুসলিম ইত্যাদি পরিচয় মুখ্য নয়। গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। উদ্দীপকেও এ সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির পরিচয় মেলে। মূলত জাতে জাতে মানুষের পার্থক্য নিরূপিত হলেও মানুষের আসল পরিচয় মানুষ হিসেবে। মানবধর্মই মানুষকে অভিন্নরূপে গড়ে তোলে। তাই বলতে পারি— আলোচ্য গল্প ও 'উদ্দীপকের ভাবই মানবজীবনের মূলসূর।'

প্রশ্ন ১১ 'কুমড়ো ফুলে-ফুলে

নুয়ে পড়েছে লতাটা,

সজনে ডাটায়ে

ভরে গেছে গাছটা

আর আমি

ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছি।

থোকা তুই কবে আসবি?

কবে ছুটি?

[নারায়ণগঞ্জ কমার্স কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১। সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২।]

ক. বুড়ির স্বামী কে? ১

খ. 'ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে ভেবেছিলাম'— কোন ব্যাপারটা? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের মায়ের সাথে 'আহ্বান' গল্পের কার সাদৃশ্য রয়েছে?— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের মায়ের আকুলতা 'আহ্বান' গল্পের বুড়ি চরিত্রের অপেক্ষারই প্রতিফলন"— মন্তব্যটি যাচাই করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বুড়ির স্বামীর নাম— জমির করাতি।

খ. বুড়ির দারিদ্র্যের কথা শুনে তাকে কিছু অর্থসাহায্য করলেই সম্পর্ক চুকে যাবে বলে ধারণা করেছিলেন গল্পকথক।

'আহ্বান' গল্পের কথক শহরে চাকরি করেন। অনেকদিন পর গ্রামে বেড়াতে এসে বাজারে যাওয়ার পথে আমবাগানের মধ্যে এক বুড়ির সাথে দেখা হয় তাঁর। পরিচয় হওয়ার পর বুড়ির কষ্টের কথা শুনে কথক তাকে কিছু পয়সা বের করে দেন এবং মনে মনে ভাবেন যে বুড়ির সাথে আর হয়তো দেখা হবে না। আর দেখা না হলে ব্যাপারটা তখনই মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কথকের অনুমান পরে মিথ্যে হয়ে যায়। প্রসঙ্গ উক্তিটিতে এ ভাবার্থই প্রকাশিত হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের মায়ের সাথে 'আহ্বান' গল্পের অনাথা বুড়ির সাদৃশ্য রয়েছে।

'আহ্বান' গল্পের বুড়ির মাঝে জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে চিরন্তন মাতৃরূপ প্রকাশ পেয়েছে। এ গল্পে দুটি ভিন্ন ধর্ম ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের উত্তরণের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। গল্পকথক গ্রামে এলেই বুড়ি তাঁর খোজখবর নেয়, তাঁর জন্য সাধ্যমতো খাবার-দাবার নিয়ে আসে। কথকও অসুস্থ বুড়িকে দেখতে তার বাড়িতে যান। সামাজিক ভেদাভেদ ভুলে বুড়ির এ আন্তরিকতা গল্পকথকের হৃদয়ে মায়ার সঞ্চার করে।

উদ্দীপকে সন্তানের প্রতি মায়ের ব্যাকুল প্রতীক্ষার স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে। আদরের সন্তানের জন্য মা ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছেন। এ আয়োজন ও প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে মায়ের নিবিড় ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। 'আহ্লান' গল্পের বৃন্দার কাছেও সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তার স্নেহের দিকটি। কথককে নিজের ছেলে মনে করে বৃন্দা কখনো পাকা আম, পাতিলেবু, কাঁচকলা বা কুমড়া উপহার দিয়ে তার স্নেহের প্রকাশ ঘটিয়েছে। সুতরাং বলতে পারি, হৃদয়ের নিবিড় স্নেহ প্রকাশের দিক থেকে উদ্দীপকের মায়ের সাথে 'আহ্লান' গল্পের বৃন্দার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ শাস্বত ভালোবাসাই 'আহ্লান' গল্পের মূল সুর, যা উদ্দীপকেও প্রাধান্য পেয়েছে।

'আহ্লান' গল্পে হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতায় গড়ে ওঠা মমতাময় এক সম্পর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে। গাঁয়ের এক বৃন্দা শহর থেকে আসা কথকের প্রতি স্নেহের টান অনুভব করেছে। কোনো স্বার্থ ছাড়াই বুড়ি কথকের প্রতি স্নেহের প্রকাশ ঘটিয়েছে। কথক তার আন্তরিকতার টানকে উপেক্ষা করতে পারেননি। বুড়িও কথকের গ্রামে ফেরার প্রত্যাশায় থেকেছে, তাঁর জন্য খেজুরপাতার চাটাই বুনে রেখে।

উদ্দীপকে সন্তানের প্রতি মায়ের অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। মা তাঁর সন্তানের জন্য অপেক্ষা করে আছেন— কুমড়া ফুল ও সজনে ডাঁটার দিকে চেয়ে চেয়ে দিন গুনছেন, কবে খোকা বাড়ি ফিরবে। তিনি ডালের বড়ি শুকিয়ে রেখেছেন সন্তানের জন্য। মাতৃভ্রমর মমতাময় রূপটি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর এ ব্যাকুল প্রতীক্ষা ও আয়োজনের মধ্য দিয়ে। 'আহ্লান' গল্পের বুড়ি চরিত্রের মাঝেও আমরা এমন মমতাময়ী মায়ের রূপ দেখতে পাই।

'আহ্লান' গল্পে বুড়ি গল্পকথককে ভালোবেসেছে নিজের সন্তানের মতো। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও কথকের প্রতি মায়ের অধিকার নিয়ে দাবি জানিয়েছে যেন মৃত্যুর পর তার কাফনের কাপড় তিনিই কিনে দেন। কথকের জন্য বুড়ি অপেক্ষার প্রহর গুনে দিন কাটিয়েছে। উদ্দীপকেও সন্তানের জন্য মায়ের এ ধরনের প্রতীক্ষা চিত্রিত হয়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনায় একথা বলা যায় যে, উদ্দীপকের মায়ের আকুলতা 'আহ্লান' গল্পের বুড়ি চরিত্রের অপেক্ষারই প্রতিফলন। তাই প্রশ্নোত্তর উত্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১২ নিজের সন্তানটিকে হারিয়ে পাশের গ্রামের গৌতমকেই রহিমের মা আপন করে নেয়। যুসুফের রাতে যখন গৌতম এসে আশ্রয় চায় তখন বুড়ি সানন্দে তাকে আশ্রয় দেয়। ছেলেটির মুখের দিকে তাকালেও কেমন যেন মায়া হয়। আহা বেচারি কত কষ্টেই না আছে! যুসুফ পরিবারের সবাইকে হারিয়েছে সে। এক রাতে পাকিস্তানি বাহিনী রহিমের মার ঘরে এসে জিজ্ঞাস করে— ছেলেটি হিন্দু না মুসলিম? সে তখন বলে— 'ও আমার ছেলে, সাদা মুসলিম।' *টিকী সরকারি কলেজ, গাজীপুর। প্রশ্ন নম্বর-২/*

- ক. 'ওমা আজই তুমি এলে'— উত্তিটি কার? ১
- খ. 'স্নেহের দান—এমন করা ঠিক হয়নি' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকটিতে 'আহ্লান' গল্পের কোন দিকটির ইঙ্গিত পাওয়া যায়?— বিশ্লেষণ করো। ৩
- ঘ. 'উদ্দীপকটিতে 'আহ্লান' গল্পের ভাবগত মিল থাকলেও সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়নি'— ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ওমা আজই তুমি এলে'— উত্তিটি দিগম্বরীর।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দৃষ্টব্য।

গ উদ্দীপকটি 'আহ্লান' গল্পের অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটিকে ইঙ্গিত করে।

সকল সংকীর্ণতার উর্ধ্বে মানুষের পরিচয় হওয়া উচিত মানুষ হিসেবে। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত বিভাজনকে টেনে মানবজাতিকে ঋণিত করা হলে সভ্যতার অগ্রগতিকে অস্বীকার করা হয়। পৃথিবীর সকল মানুষের পরিচয় এক ও অভিন্ন হওয়া উচিত। তাই সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গি নিয়ে উদার মানবসমাজ প্রতিষ্ঠাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। 'আহ্লান' গল্প ও উদ্দীপকে এ চেতনাই প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে রহিমের মায়ের মানবিক আচরণের মধ্য দিয়ে সংকীর্ণতামুক্ত জীবনদৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে। তেমনি 'আহ্লান' গল্পে সংস্কারমুক্ত উদার মানবিক সমাজের মানুষের দৃষ্টিকোণ ফুটে উঠেছে। গল্পের কথক ও বুড়ি দুজন দুই ধর্মের মানুষ হলেও তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে হৃদয়ের আন্তরিকতায়; পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির ফলে। এছাড়া এ গল্পে দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামের মানুষের মধ্যে সহজ-সরল ও সংস্কারমুক্ত জীবনধারণার প্রতিফলন লক্ষণীয়। সুতরাং বলতে পারি, 'আহ্লান' গল্পে অসাম্প্রদায়িক চেতনার যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়টি উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকটিতে 'আহ্লান' গল্পের উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকটি উপস্থিত থাকলেও সামগ্রিক দিকের প্রতিচ্ছবি সেখানে প্রতিফলিত হয়নি।

'আহ্লান' গল্পে বৈষম্যহীন উদার মানবিক আবেদনের দিকটি পরিলক্ষিত হয়। সেখানে বুড়ি চরিত্রের সাথে শহরের লোকটির গড়ে ওঠা সম্পর্ক অকৃত্রিম ও মানবিকতার সূতোয় বাঁধা। জাগতিক চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে নিরেট ভালোবাসাই সে সম্পর্কের মূল বন্ধন।

উদ্দীপকে মানবিক সম্পর্কের ছবি ফুটে উঠেছে। সেখানে বিধবা রহিমের মা পাশের গ্রামের গৌতমকে পেয়ে আপন করে নেয়। পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনে পরিবারের সবাইকে হারিয়ে যুসুফের সময় ছেলেটি রহিমের মায়ের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। পাকবাহিনী বুড়ির কাছে ছেলেটির পরিচয় জানতে চাইলে বুড়ি জানায় ছেলেটি মুসলমান এবং তার নিজেরই ছেলে। উদ্দীপকের রহিমের মা ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে সন্তানবাহিনী থেকেই এমনটি করেছিল।

'আহ্লান' গল্পের সাথে উদ্দীপকের ভাবের মিল থাকলেও গল্পের কাহিনি আরও বিস্তৃত ও ঘটনাবহুল। পাঠ্য গল্পের কাহিনিতে স্থান পেয়েছে মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির বন্ধনের অপরিণীম গুরুত্ব। সে বন্ধন স্বার্থসংশ্লিষ্ট নয়; বরং হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতার স্পর্শে গড়ে ওঠে। সেখানে ধনী-গরিব, উচ্চ-নিচু, জাতি-বর্ণ, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের পরিচয় মুখ্য নয়। এ গল্পে আরও উঠে এসেছে দারিদ্র্যপীড়িত সমাজের মানুষের সহজ-সরল জীবনচিত্র। গল্পে লেখক দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে সংস্কারমুক্ত মনোভঙ্গির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গল্পটির এই সামগ্রিকতার প্রতিফলন উদ্দীপকটিতে নেই। উদ্দীপকটিতে শুধু অসাম্প্রদায়িকতা ও উদার মানবিক সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। অতএব, উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলতে পারি—প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৩ সেমিনার শেষ হলে— শিক্ষার্থীদের চোখে মুখে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়। তারা যেন-নতুন একটি বিশ্বাসের পাটাতনে পা রাখে। বিশেষত দুটো জিনিস খুব ভালো করেই উপলব্ধি করে এ সেমিনার থেকে।

- i. সেবাই ধর্ম।
- ii. গ্রাম হচ্ছে শেকড়—সুযোগ হলেই সেখানে ফিরে যেতে হবে।

- ক. 'মৌরিফুল' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী ধরনের রচনা? ১
খ. "আমার মন হয়তো ওর ডাক এবার আর তাকছিল্য করতে পারেনি"— কার অনুভূতি এটি? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের প্রথম উপলব্ধি 'আহ্বান' গল্পে কীভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে? বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকটিতে বর্ণিত উপলব্ধি 'আহ্বান' গল্পের আংশিক প্রতিনিধিত্ব করে কিংবা সম্পূর্ণ— তোমার মতামত দাও। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'মৌরিফুল' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকের প্রথম উপলব্ধি 'আহ্বান' গল্পে বর্ণিত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার সেবার দিকটি প্রতিবিম্বিত করেছে।

'আহ্বান' গল্পে উদার হৃদয় ও স্নেহ-মমতার এক নির্মল সম্পর্কের প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। শহরের আগন্তুক ও গ্রামের বুড়ির মাঝে স্নেহ-মমতার যে বন্ধন তৈরি হয়েছে তা হৃদয়ের প্রসারতারই পরিচয় বহন করে। তাদের সম্পর্ক সকল চাওয়া পাওয়া ও ধর্ম-বৈষম্যের উর্ধ্বে অবস্থান করে। তারা দুইজন দুইধর্মের, দুইস্তরের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার দিক দিয়ে। উদ্দীপকে দেখা যায় সেমিনার শেষ হলে শিক্ষার্থীদের চোখে মুখে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। এ সেমিনারের আলোচনা শুনে তাদের প্রথম উপলব্ধি হয় যে 'সেবাই ধর্ম'। ধর্ম-বৈষম্য ভুলে মানুষকে সেবা করাই হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই উপলব্ধির প্রতিফলন দেখি আমরা 'আহ্বান' গল্পেও। এ গল্পে শহরের আগন্তুক হিন্দু ধর্মের হলেও মুসলমান বুড়ির প্রতি তাঁর কোনোরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ পায়নি। বুড়িও তাকে খুব স্নেহ করতেন। তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা স্থান পায়নি। বুড়ি নিঃশর্তভাবে গোপালের সেবা করেছেন। এভাবে উদ্দীপকের প্রথম উপলব্ধি আলোচ্য গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকটিতে বর্ণিত উপলব্ধি 'আহ্বান' গল্পের সম্পূর্ণ অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে বলে আমি মনে করি।

'আহ্বান' গল্প একটি মানবিক সম্পর্কের গল্প। এ সম্পর্কের অবস্থান জাতভেদ ও ধর্মবৈষম্যের উর্ধ্বে। স্নেহ-ভালোবাসা, মায়ামমতা মানবমনের এই অনুভূতি কোনো বাধা মানে না। বুড়ির সাথে গোপালের এমনই এক সম্পর্ক। গল্পে গ্রামের মানুষের জীবনধারা শাস্ত্রীয় কঠোরতা থেকে মুক্ত।

উদ্দীপকের শিক্ষার্থীরা একটি সেমিনারে যোগ দেয়। সেখানে আলোচনা শুনে শিক্ষার্থীদের চোখে মুখে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি লক্ষ করা যায়। তারা যেন পুরাতন গতানুগতিক বিশ্বাসের গতি পেরিয়ে নতুন একটি বিশ্বাসের পাটাতনে পা রাখে। এ সেমিনার থেকে তারা উপলব্ধি করে যে, সেবাই হলো মানুষের পরম ধর্ম। তারা আরো বুঝতে পারে যে, গ্রাম হচ্ছে মানুষের শেকড়— তাই সময় পেলেই শেকড়ের টানে মানুষের গ্রামে ফিরে যাওয়া উচিত।

'আহ্বান' গল্পে আমরা মানবতার সেবা ও ভালোবাসা এবং গ্রামের প্রতি টান লক্ষ করি। এ গল্পে বুড়ি ও গোপালের মাঝে একটি মানবিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। আর এ মানবিক সম্পর্কের কাছে জাত-ধর্ম-বর্ণ সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। এ গল্পে বুড়ি নিঃশর্তভাবে গোপালকে সেবা করে। আবার নাড়ির টানে শহুরে জীবনের একঘেয়েমি ছেড়ে গোপালের গ্রামে ফিরে আসার কথাও আছে 'আহ্বান' গল্পে। কেননা গ্রামের জীবনধারা শাস্ত্রীয় কঠোরতা থেকে মুক্ত। সুতরাং আমার মতে, উদ্দীপকে বর্ণিত উপলব্ধি 'আহ্বান' গল্পের সম্পূর্ণ অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রশ্ন ১৪ নিঃসন্তান সৌদামিনী মাঝে মাঝে আত্মীয় স্বজনের সাথে দেখা করতে যায়। একদিন ধানক্ষেত্রে পাশে একটি শিশু দেখতে পায়। পরম স্নেহে সে অসহায় শিশুটিকে কোলে তুলে নেয়, মাতৃত্বের মমতায় বড় করে তোলে। কিন্তু বাদ সাধে সমাজ, তাদের মতে সৌদামিনীর কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটি মুসলমানের সন্তান। তাকে কাছে রাখলে ব্রাহ্মণ সমাজের জাত যাবে। কিন্তু সৌদামিনী এত কিছু ভাবতে চায় না। তার কাছে মাতৃত্বের দাবিই বড় দাবি।

[বগুড়া জ্যাকটনমেট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১]

- ক. বুড়িকে মা বলে ডাকে কে? ১
খ. 'আহ্বান' গল্পে বুড়ি আগে এপাড়া ওপাড়া যাওয়া আসা করত না কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সৌদামিনীর মধ্যে 'আহ্বান' গল্পের কোন চরিত্রের ছায়াপাত লক্ষণীয়? আলোচনা করো। ৩
ঘ. 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও সৌদামিনী ও বুড়ির মাতৃত্বের হাথাকার একই'— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বুড়িকে হাজরা ব্যাটার বউ মা বলে ডাকে।

খ. গল্পে বুড়ি আগে সম্মেলতার কারণে এপাড়া ওপাড়া যাওয়া আসা করত না।

বুড়ির তখন অবস্থাপন্ন পরিবার ছিল। বুড়ির স্বামী বেঁচে থাকতে তার কোনো কিছুর অভাব ছিল না। তার গোলাভরা ধান ও গোয়ালভরা গরু ছিল। কিন্তু স্বামী মারা যাওয়ার পরে তার অর্থনৈতিক টানাপোড়েন শুরু হয়। তাই খাবারের সন্ধানে তাকে এপাড়া ওপাড়া যাওয়া-আসা করতে হতো। অতীতে তেমন কোনো অভাব ছিল না বলে তিনি এপাড়া ওপাড়া যাওয়া-আসা করতেন না।

গ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৩(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৩(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১৫ "একটি স্নেহের কথা

প্রশমিতে পারে ব্যথা—

চলে যাই উপেক্ষার ছলে,

পাছে লোকে কিছু বলে।

মহৎ উদ্দেশ্য যবে,

এক সাথে মিলে সবে.....।"

[চট্টগ্রাম জ্যাকটনমেট পাবলিক কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নম্বর-৪]

- ক. 'মৌরিফুল' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম? ১
খ. ভয়ে ভয়ে বলে, কেন বাবা, পয়সা কেন?— কে, কাকে, কেন বলেছে? ২
গ. উদ্দীপকের প্রথম দুই পঙ্ক্তি 'আহ্বান' গল্পের কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের মূলসুর 'আহ্বান' গল্পের প্রধান চরিত্রদ্বয়ের মধ্যে বিরাজমান"— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'মৌরিফুল' একটি গল্পগ্রন্থ।

খ. গল্পকথক বুড়িকে আপন করে নিতে পারেনি ভেবে বুড়ি আলোচ্য উক্তিটি করেছিল।

'আহ্বান' গল্পে এক মুসলিম বুড়ি গল্পকথককে আপন পুত্রের মতো স্নেহ করে। পরম স্নেহের কারণে বুড়ি একদিন গল্পকথকের জন্য দুধ নিয়ে আসে। গল্পকথক অসহায় গরিব বুড়ির কষ্টের কথা ভেবে দুধের দাম দিতে গেলে বুড়ি মনে খুব কষ্ট পায়। কারণ এ যে বুড়ির স্নেহের দান। গল্পকথক তাকে আপন করে নিতে পারেনি ভেবে একটু দমে গিয়ে বুড়ি প্রমোক্ত উক্তিটি করে। এখানে বুড়ির স্নেহ বস্তুগত চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে প্রমাণিত হয়েছে।

গ 'আহ্লান' গল্পে লেখককে পুত্রের মতো পেয়ে এবং লেখকের সহানুভূতিশীল ব্যবহারে বুড়ির পুত্রশূন্য হৃদয়ে সান্ত্বনা পাওয়ার দিকটির সাথে উদ্দীপকের প্রথম দুই পঙ্ক্তির সাদৃশ্য ফুটে ওঠে।

প্রেম-প্রীতি আর ভালোবাসায় সব দুঃখ-কষ্টকে জয় করা যায়। অকৃত্রিম ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি এক অসহায় নিঃসঙ্গ মানুষকে আশার আলো দেখায় নতুন করে বাঁচার সাহস জোগায়। এমন অনুভূতির প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপক ও 'আহ্লান' গল্পে।

উদ্দীপকে ব্যক্ত হয়েছে স্নেহের কথা, যা মানুষের যাবতীয় দুঃখ-বাথা প্রশমিত করতে পারে। কারো নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের সময় কেউ যদি সহানুভূতি চিন্তে পাশে এসে দাঁড়ায়, তাহলে সেই দুঃখ ভারাক্রান্ত মানুষটি মনে সান্ত্বনা ও শক্তি পায়। ক্ষণিকের জন্য হলেও বুকে সাহস পায়। এমন নির্ভরতা ও সান্ত্বনার অনুভূতি 'আহ্লান' গল্পেও সঞ্চারিত হয়েছে। স্বজনহারা নিঃসঙ্গ বুড়ি গল্পকথককে পেয়ে তার শূন্য মাতৃহৃদয়কে পরিপূর্ণ করে তুলতে চায়। লেখককে নিজ সন্তানের মতো ভালোবেসে সন্তানহারার বেদনা প্রশমিত করতে চায়। পরম স্নেহ-ভালোবাসার পরিতৃপ্তি লাভের বিষয়টি উদ্দীপক ও 'আহ্লান' গল্পে সমভাবে উৎসারিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের মূলসুর হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা মানুষকে উদার ও মহৎ করে তুলতে পারে— এমন মানবিক বৈশিষ্ট্য 'আহ্লান' গল্পের প্রধান চরিত্রদ্বয়ে বিরাজমান।

উদারতা, স্নেহপরায়ণতা মানুষের চরিত্রিক গুণ। স্নেহ-মমতা ও মাতৃত্বের টানে মানুষ যে কাউকে আপন করে নিতে পারে। বিশেষ করে স্বজনহারা মানুষদের মধ্যে এ গুণগুলো বেশ ক্রিয়াশীল। উদ্দীপকে ও 'আহ্লান' গল্পের প্রধান চরিত্র দুটিতে এমন স্নেহপরায়ণতা ও উদার মনোভাবের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে অকৃত্রিম স্নেহ-মমতার কথা বলা হয়েছে। মানব চরিত্রের এমন গুণ পরকে আপন করে নিতে পারে। দুঃখ-যাতনা পীড়িত মানুষের বেদনা লাঘব করে দিতে পারে। উদ্দীপকের এমন ভাবধারা উজ্জীবিত হয়েছে 'আহ্লান' গল্পের প্রধান দুটি চরিত্রে— গল্পকথক ও নিঃসঙ্গ বুড়ির মধ্যে। গল্পকথক হিন্দু ও গল্পের বুড়ি মুসলিম। এ ধর্মীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে তারা একে-অপরের প্রতি মানবিক হয়ে উঠেছেন।

'আহ্লান' গল্পের লেখক নিজ গ্রামে এসে স্বজনহারা নিঃসঙ্গ এক মুসলিম বুড়ির সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি বুড়ির নিঃসঙ্গ জীবনের কথা শুনেছেন। তাকে মায়ের মতো জ্ঞান করে অর্থ-কড়ি দিয়ে সহায়তা করেছেন। অসুস্থ বুড়িকে ওষধপথ্য কেনার জন্য অর্থসহায়তা দিয়েছেন। এমনকি বুড়ির মৃত্যুর পর তাকে কাফনের কাপড়ও কিনে দিয়েছেন। নিঃসঙ্গ বুড়িও হিন্দু লেখককে আপন সন্তানের মতো স্নেহমমতা দিয়েছেন। ফল-ফলাদি, গরুর দুধ, যখন যা পেয়েছেন পরম স্নেহে লেখককে খাওয়ানোর প্রয়াস করেছেন। এভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি প্রকাশের দিক থেকে উদ্দীপকের স্নেহকুলতার মূলসুরটি সার্থকভাবে 'আহ্লান' গল্পের প্রধান চরিত্রদ্বয়ে বিরাজিত হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োক্ত উক্তিটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ১৬ হিন্দু বাড়িতে যাত্রাগান হইতো

নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম

কে হবে মেঘার, কে হবে গ্রাম সরকার

আমরা কি তার খবর লইতাম (শাহ আবদুল করিম)

(দক্ষিণের সরকারি মহিলা কলেজ। প্রায় নম্বর-৩)

ক. পরশু সর্দারের স্ত্রীর নাম কী?

১

খ. 'আমার যে তেনার নাম করতে নেই বাবা'— উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো।

২

গ. উদ্দীপক এবং 'আহ্লান' গল্পের মধ্যকার ভাবনার সাদৃশ্য নির্ণয় করো।

৩

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত উদার অসাম্প্রদায়িক মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে 'আহ্লান' গল্পে"— বিশ্লেষণ করো।

৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক পরশু সর্দারের স্ত্রীর নাম দিগম্বরী।

খ ধর্মীয় সংস্কার ও সামাজিক রীতি-নীতির কারণে বৃন্দা প্রয়োক্ত উক্তিটি করেছেন।

'আহ্লান' গল্পে বর্ণিত কথক বৃন্দাকে চিনতে পারেনি। বৃন্দা তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন তার স্বামী করাতে কাজ করতেন। কিন্তু সে স্বামীর নাম বলতে পারছে না। কারণ তখন এক ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত ছিল যে, নারী তার স্বামীর নাম মুখে আনতে পারবে না। এ কারণেই বৃন্দা প্রয়োক্ত উক্তিটি করেছিলেন।

গ উদার ও সংস্কারমুক্ত মনোভাবের মধ্য দিয়ে অসাম্প্রদায়িক ভাবনার প্রতিফলনে উদ্দীপক ও 'আহ্লান' গল্পের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

'আহ্লান' গল্পে দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের উত্তরণ দেখানো হয়েছে। গল্পের কথক ও বুড়ি ভিন্ন ধর্মের হলেও গল্পকথককে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে বুড়ি। সকল জাতবিভেদ ভুলে বুড়ির আন্তরিকতা গল্পকথকের মাঝে মায়ার বন্ধন সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। আউল-বাউলের এদেশে এককালে সবাই মিলেমিশে বাস করত। ধর্মের-বর্ণের ভেদ ভুলে গিয়ে সবাই মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকত। বিপদে-আপদে একে অন্যকে সহযোগিতা করত। 'আহ্লান' গল্পেও বুড়ির সঙ্গে গল্পকথকের উদার মানবিক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। দুটি ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানে বেড়ে ওঠা চরিত্রের মধ্যে সংকীর্ণতা ও সংস্কারমুক্ত মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এদিক থেকে উদ্দীপক ও 'আহ্লান' গল্পের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উদার মানবিক সম্পর্কের দিক বিচারে উদ্দীপকের মূলভাব 'আহ্লান' গল্পের মূলভাবকে ধারণ করে।

'আহ্লান' গল্পে অসহায় বুড়ি ও গল্পকথকের মাঝে ধর্ম, বর্ণ ও আর্থিক অবস্থানের চেয়ে মানবিক সম্পর্ক বড় হয়ে উঠেছে। গল্পকথক ও বুড়ি ভিন্ন ধর্মের হলেও বুড়ি গল্পকথককে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বুড়ি তাঁর খোজখবর নেয় এবং নানা সময়ে বিভিন্ন খাবার নিয়ে আসে। বুড়ির এমন স্নেহমাখা ব্যবহার গল্পকথকের হৃদয়ে ভালোবাসার সৃষ্টি করে।

উদ্দীপকে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতির বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। তখন হিন্দু-মুসলমান একে অপরের বিপদে-আপদে সহযোগিতা করত। কোরানে-পুরাণে, পালা-পার্বণে তারা মিলেমিশে থাকত। সকলে মিলে একসাথে পূজা-পার্বণ পালন করত। তাদের মাঝে উদার মনোভাবের ফলেই পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় হয়েছে।

'আহ্লান' গল্পে দেখানো হয়েছে মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির বন্ধন ধনসম্পদে নয়, হৃদয়ের আন্তরিকতার স্পর্শে গড়ে ওঠে। এজন্য ধর্ম-বর্ণের

ভেদাভেদ ভুলে গল্পকথক ও বুড়ির মাঝে আঞ্চলিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যা গল্পকথক ও বুড়ির অসাম্প্রদায়িক মনোভাবকেই নির্দেশ করে। ধর্ম, বর্ণ, আর্থিক অবস্থান ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও বৃন্দা কথককে আপন ভেবেছিল। উদ্দীপকেও বাঙালির মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ফলে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানরা একত্রে তাদের পূজা-পার্বণ পালন করত। সকলে একত্রে যেকোনো বিপদ মোকাবেলা করত। তাই এ কথা যথার্থ যে, উদ্দীপকে বর্ণিত উদার অসাম্প্রদায়িক মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে 'আহ্বান' গল্পে।

প্রশ্ন ১৭ স্কুলে পড়া অবস্থায় ওদের দেখে সবাই বলত দুজনকে মানায় ভালো। ছেলেটি পড়াশোনা শেষে অনেক বড়ো একটি চাকরি নিয়ে গ্রামে ফিরে এল। সঙ্গে স্ত্রী ও সন্তান। চারদিকে তাকে নিয়ে কত হৈ চৈ। কাকতালীয়ভাবে মেয়েটিও স্বশ্রুবাড়ি থেকে তার বাবার বাড়িতে বেড়াতে এসে ছেলেটির দেখা পেল। পুরনো আবেগে দুজনেরই দেখাদেখি হলো। এতদিন পরও যেন তাদের আবেগের মৃত্যু হয়নি।

[সরকারি কেসি কলেজ, বিনাইদহ। প্রশ্ন নম্বর-৩]

- ক. 'আহ্বান' গল্পে বাংলা কোন মাসের উল্লেখ আছে? ১
- খ. 'সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো, অমোর গোপাল'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের ঘটনার সঙ্গে 'আহ্বান' গল্পের কাহিনিতে মিল ও অমিল কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "কাহিনিতে সামান্য পার্থক্য থাকলেও হৃদয়গত আবেগে উদ্দীপক এবং 'আহ্বান' গল্পটি একই বন্ধনে আবদ্ধ"— যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'আহ্বান' গল্পে বাংলা মাস জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিনের উল্লেখ আছে।

খ। আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে লেখকের প্রতি বুড়ির ভালোবাসার দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

লেখক গ্রামের বাড়িতে গেলেই বুড়ি অন্য সব ভুলে প্রফুল্লচিত্তে তাঁর সাথে দেখা করতে যেত। সে স্নেহভরে লেখককে গোপাল বলে সম্বোধন করত। বুড়ি মরার পর তার কবরে মাটি দেয়ার সময় লেখকের মনে হয়, বুড়ি আজ বেঁচে থাকলে তাঁর গ্রামে আসার কারণে কত খুশি না হতেন। ভালোবেসে তাকে গোপাল বলে ডেকে উঠতেন।

গ। ভাবগত দিকে উদ্দীপকের সাথে 'আহ্বান' গল্পের মিল এবং প্রেক্ষাপটগত দিকে অমিল রয়েছে।

আলোচ্য গল্পে প্রকাশ পেয়েছে উদার ও মানবিক সম্পর্কের কাহিনি। মানুষের স্নেহ-মমতা-প্রীতির বাঁধন যে ধর্ম বা শ্রেণি বিভাজনের উর্ধ্বে তা এখানে ফুটে উঠেছে। প্রকাশ পেয়েছে শহরবাসী লেখক ও গ্রামের এক বুড়ির মধ্যকার অন্তরিক সম্পর্ক।

উদ্দীপকে দুইজন নর-নারীর মধ্যকার ভালোবাসা ও প্রেমের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। কিশোরকাল থেকেই তাদের মধ্যে ভালোলাগা কাজ করলেও পরিণত বয়সে তাদের জীবনে ভিন্ন কেউ জীবনসঙ্গী হিসেবে এসেছে। তবুও বহুদিন পর গ্রামে তাদের সাক্ষাৎ ঘটলে তারা দুইজনই স্মৃতিকাতর হয়ে পড়ে। বহুদিন পরও তাদের আবেগ যেন চিরসবুজই রয়েছে। এদিকে 'আহ্বান' গল্পেও বুড়ি ও লেখকের মাঝে হৃদয়তা ও ভালোবাসার

সম্পর্ক দেখা যায়। শহরবাসী লেখক গ্রামে এলেই বুড়ি ফলমূল, দুধ নিয়ে লেখকের সাথে দেখা করতে ছুটে আসত। তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও আবেগের প্রকাশ গটলেও তা ছিল উদ্দীপকে বর্ণিত ভালোবাসার সম্পর্কের চেয়ে ভিন্ন। উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে দুইজন নর-নারীর প্রেমের সম্পর্ক আর গল্পে ফুটে উঠেছে এক বুড়ি ও সন্তানতুল্য লেখকের মধ্যকার স্নেহের সম্পর্ক। এভাবেই উদ্দীপক ও গল্পের মাঝে মিল ও অমিল দুই-ই পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঘ। প্রেক্ষাপটগত পার্থক্য থাকলেও হৃদয়গত আবেগের দিক থেকে উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্পটি একই বন্ধনে আবদ্ধ।

আলোচ্য গল্পে গায়ের বুড়ি ও শহরবাসী লেখকের হৃদয়তাপূর্ণ সম্পর্কের কথা ফুটে উঠেছে। সন্তানহীন বুড়ি লেখককে সন্তানতুল্য স্নেহ করত, ভালোবাসত।

উদ্দীপকের দুইজন নর-নারী কিশোরকাল থেকেই একে অপরকে পছন্দ করত। পরিণত বয়সে তাদের জীবনে ভিন্ন জীবনসঙ্গী এলেও তাদের ভালোবাসার মৃত্যু ঘটেনি। বহুদিন পর তাদের সাক্ষাৎ ঘটলে তারা নিজেদের মাঝে চিরসবুজ সেই আবেগের উপস্থিতি টের পায়। এদিকে আলোচ্য গল্পেও অকৃত্রিম আবেগ ও ভালোবাসার দিকটি ফুটে উঠেছে। তবে তা উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা।

'আহ্বান' গল্পটি এক উদার ও মানবিক সম্পর্কের গল্প। ভিন্ন ধর্মীয় পরিচয় ও সামাজিক অবস্থানের পরও লেখক ও গায়ের এক বৃন্দার মাঝে গড়ে উঠেছে স্নেহ-মমতার বাঁধন। হৃদয়ের নিবিড় আন্তরিকতায় ঘুচে গেছে ধর্মীয় গোড়ামি এবং ধনী-দরিদ্রের শ্রেণিবিভাগ। স্বল্পসময়ের পরিচয়েই বুড়ি লেখককে নিজের সন্তানতুল্য ভেবে হৃদয়ের সব আবেগ প্রকাশ করেছে। সম্পর্কগত দিকে বুড়ি ও লেখক এবং উদ্দীপকের দুই নর-নারী ভিন্ন হলেও পরস্পরের প্রতি তাদের আবেগ অকৃত্রিম ও চিরন্তন। নির্ভেজাল ভালোবাসাই তাদেরকে সমান্তরাল অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। তাই বলা যায়, প্রমোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৮ রত্না ও রহিমা দুই বান্ধবী। রত্না হিন্দু ও রহিমা মুসলিম হলেও তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের কোনো খাদ নেই। রহিমার মা মাতৃহারা রত্নার প্রতি আদরের কোনো ত্রুটি করেন না। রত্না এবং রহিমা তারা যেন একই বৃত্তে ফোটা দুটি ফুল।

[সরকারি বরিশাল কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-২]

- ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী যুগল উপন্যাসের নাম কী? ১
- খ. "ভয়ে ভয়ে বলে, কেন বাবা পয়সা কেন?" বাক্যটি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের রহিমার মায়ের সাথে 'আহ্বান' গল্পের বুড়ির কোন অমিল নেই— ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্পে একই ভাবের প্রতিফলন হয়েছে— বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী যুগল উপন্যাসের নাম 'পথের পাঁচালী'— অপরাজিতা।

খ। সৃজনশীল প্রশ্নের ১৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ। ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে উঠে মাতৃস্নেহ প্রকাশের দিক দিয়ে উদ্দীপকের রহিমার মায়ের সাথে 'আহ্বান' গল্পের বুড়ির কোনো অমিল নেই।

মাতৃস্নেহ ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ। উদার-মানসিকতাসম্পন্ন মায়েরা নিঃস্বার্থভাবে মাতৃস্নেহ প্রকাশ করে। নিজের সন্তানের মতো অন্য ধর্মের সন্তানকেও তারা আপন করে নিতে পারে। এমন এক উদারচিত্তের মায়ের চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্পে।

উদ্দীপকের রজ্জা ও রহিমা দুই বান্ধবী। মাতৃহারা রজ্জা হিন্দু ও রহিমা মুসলিম। তাদের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গভীর। রহিমার মাও মাতৃহারা রজ্জার প্রতি আদরের কোনো ত্রুটি করেন না। অন্য ধর্মের একটি সন্তানের প্রতি এমন অকৃত্রিম স্নেহের প্রকাশ 'আহ্বান' গল্পেও ফুটে উঠেছে। এখানে এক মুসলিম বুড়ি হিন্দু গল্পকথককে আপন সন্তানের মতো স্নেহ করে। তার জন্য পাকা আম, কচি শসা, গরুর খাঁটি দুধ নিয়ে আসে। নিজের চোখে খেতে দেখে পরম তৃপ্তি লাভ করে। এভাবে ধর্ম-গোত্রের উর্ধ্বে উঠে অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ প্রকাশের দিক থেকে উদ্দীপকের রহিমার মায়ের সাথে 'আহ্বান' গল্পের বুড়ির সুন্দর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ। উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্পে অসাম্প্রদায়িকতা ও উদার মানবিক ভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।

'আহ্বান' একটি উদার-মানবিক সম্পর্কের গল্প। নিবিড় স্নেহ ও উদার হৃদয়ের আন্তরিকতায় ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, বিভিন্ন ধর্মের সংস্কার ও গোড়ামি দূর হয়ে যেতে পারে। এমন বাস্তবতা উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্পে প্রতীকায়িত হয়েছে।

উদ্দীপকের মুসলিম রহিমার সঙ্গে হিন্দু রজ্জার গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মাতৃহারা রজ্জাকে রহিমার মাও অনেক আদর করেন। উদার মানসিকতা ও স্নেহ-মমতা-প্রীতির বাঁধনে রজ্জা ও রহিমা যেন একই বৃত্তে ফোটা দুটি ফুল। 'আহ্বান' গল্পেও হিন্দু-মুসলিমের এক অকৃত্রিম অসাম্প্রদায়িক প্রীতির সম্পর্কের চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। এখানে হিন্দু গল্পকথককে এক মুসলিম বুড়ি আপন ছেলের মতো গণ্য করেছে। পরম স্নেহে সে তার জন্য নানা উপাদেয় খাবার নিয়ে আসে। নিজ চোখে খেতে দেখে অপরিসীম আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে।

'আহ্বান' গল্পে বুড়িটি স্বামী-সন্তানহারা দরিদ্র এক নারী। তারপরও নিজের সাধ্যমতো হিন্দু লেখককে সন্তানজ্ঞান করে স্নেহ-মমতা দেখিয়েছে সে। উদ্দীপকেও রজ্জা-রহিমা ভিন্ন ধর্মের হলেও তাদের বন্ধুত্ব অকৃত্রিম, নিখাদ। রহিমার মাও মাতৃহারা হিন্দু রজ্জার প্রতি আদরের কোনো ত্রুটি করেননি। এভাবে উদার মানসিকতা, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যহীনতা ও অসাম্প্রদায়িক ভাবের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্পে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তুত মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন-১৯। আশালতা তার পুত্র অপুকে নিয়ে শত অভাবের মধ্যেও সুখে দিন যাপন করছিল। কিন্তু একদিন গাড়ি চাপায় অপু মারা যায়, তখনই হয়ে যায় আশালতার সকল স্বপ্ন। সেই থেকে সে উন্মাদ পাগল। ছোট বাচ্চা দেখলেই সে অপু মনে করে জড়িয়ে ধরে। একদিন সজীব নামের এক পিতৃ-মাতৃহীন ছেলে আশালতাকে মা বলে ডাকে। আশালতা সজীবকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

(পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-১)

ক. কে গল্পকথককে বুড়ির মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিল? ১

খ. 'ওর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর থেকে আমায় আহ্বান করে নিয়ে এসেছে'—লাইনটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আশালতার মধ্যে 'আহ্বান' গল্পের কোন চরিত্রের ছায়াপাত লক্ষণীয়— বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও আশালতা ও বুড়ি মাতৃহের হাথাকারে ব্যথিত'—মন্তব্যটির স্বপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'দিগম্বরী' গল্পকথককে বুড়ির মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিল।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ১(খ) নম্বর উত্তর চমকিত।

গ. উদ্দীপকের আশালতার মধ্যে 'আহ্বান' গল্পের অনাথা— বুড়ি চরিত্রের ছায়াপাত লক্ষণীয়।

মাতৃস্নেহ অকৃত্রিম ও স্বার্থহীন। বিশেষ করে সন্তানহারা মায়েরা সন্তানের অভাব পূরণের জন্য আকুল হয়ে ওঠে। তাদের মাতৃস্নেহ কুল-সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে ওঠে সর্বজনীন রূপ লাভ করে। এমন চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকের মা ও 'আহ্বান' গল্পের মায়ের মধ্যে।

উদ্দীপকের আশালতা দুর্ঘটনায় নিজ পুত্র অপুকে হারিয়ে সজীব নামের এক মাতৃ-পিতৃহীন ছেলেকে পরম মাতৃস্নেহে আঁকড়ে ধরে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। তেমনিভাবে 'আহ্বান' গল্পেও সন্তান-স্বজনহারা এক মুসলিম বুড়ি তার মাতৃস্নেহ উজাড় করে দেয় গোপাল নামে একটি হিন্দু ছেলের প্রতি লেখককে পেয়ে সে তার শূন্য হৃদয়ে একটা সান্ত্বনা খুঁজে পায়। মাতৃস্নেহের এমন উদার বহিঃপ্রকাশের দিক দিয়ে উদ্দীপকের আশালতার মধ্যে 'আহ্বান' গল্পের বুড়ি চরিত্রের সাক্ষাৎ ছায়াপাত লক্ষণীয়।

ঘ. প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও আশালতা ও বুড়ি সন্তানহারা মাতৃহের বেদনায় আকুল হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীতে মা ও সন্তানের সম্পর্ক অতি নিবিড় ও অকৃত্রিম। এটি দেশ-কাল-শ্রেণি-গোত্রের উর্ধ্বে। সন্তানহারা বেদনায় মায়েরা মাতৃস্নেহ বিকাশে অধীর হয়ে ওঠে। উদ্দীপক ও 'আহ্বান' গল্পে মাতৃহের হাথাকার বাস্তবভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের আশালতা পরম স্নেহের ধন পুত্র অপুকে হারিয়ে উন্মাদের মতো হয়ে যায়। মাতৃহের হাথাকার ঘুচানোর জন্য সে পিতৃ-মাতৃহীন সজীব নামের একটি ছেলেকে পরম স্নেহে আঁকড়ে ধরে। এমনিভাবে 'আহ্বান' গল্পেও মাতৃহের হাথাকারে ব্যথিত এক মুসলিম বুড়ি হিন্দু গোপালকে পেয়ে স্নেহডোরে বেঁধে নেয়।

উদ্দীপকে আশালতা পিতৃ-মাতৃহীন সজীব নামের এক অনাথ ছেলেকে মাতৃস্নেহে বুকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পেতে চায়। 'আহ্বান' গল্পে অসহায়-অনাথ অল্পবয়সী নয়, একজন পূর্ণবয়স্ক ভিন্নজাতের বালককে স্বজনহারা এক অনাথা মুসলিম বুড়ি আপন-সন্তান স্নেহে হৃদয়ডোরে বেঁধে নেয়। প্রেক্ষাপটের এমন ভিন্নতায় এ বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উদ্দীপকের আশালতা ও 'আহ্বান' গল্পের বুড়ি দুজনেই মাতৃহের হাথাকারে ব্যথিত। দুজনেই মাতৃস্নেহে আকুল হয়ে দুঃশ্রমির মানুষকে আপন করে নিয়ে পরম সুখ অনুভব করতে চেয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তুত মন্তব্যটি যৌক্তিক ও যথার্থ।

বংলা প্রথম পত্র

আহ্সান বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৮. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? (জ্ঞান) [খিনাইদহ সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজ; সাতক্ষিরা সরকারি কলেজ]
- ক) ১৮৯২ খ) ১৮৯৪
গ) ১৮৯৬ ঘ) ১৮৯৮
৫৯. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদ্যের প্রকৃতি কেমন? (জ্ঞান)
- ক) বৃণকাশ্রয়ী খ) কাব্যময়
গ) বর্ণনাময় ঘ) বিশ্লেষণাত্মক
৬০. কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস? (জ্ঞান) [রায়পুর সরকারি কলেজ; মকবুলার রহমান সরকারি কলেজ, পঞ্চগড়]
- ক) পথের পাঁচালী খ) দেবযান
গ) আরণ্যক ঘ) ইছামতি
৬১. 'আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই'— উক্তিটি কোন গল্পের? (জ্ঞান) [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]
- ক) আহ্সান খ) বায়ান্নর দিনগুলো
গ) মাসি-পিসি ঘ) রেইনকোট
৬২. শাহাদৎ হোসেন একটি বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন। ছুটি পেলেই তিনি গ্রামে বেড়াতে যান। শাহাদৎ হোসেনের সঙ্গে 'আহ্সান' গল্পের কার মিল আছে? (প্রয়োগ)
- ক) গল্পকথক খ) আবদুল
গ) শুকুর মিয়া ঘ) চক্ৰোত্তি মশায়
৬৩. 'কোথায় যাবে?'— 'আহ্সান' গল্পের কথক এ কথাটি কাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন? (জ্ঞান)
- ক) দিগম্বরীকে খ) পরশু সর্দারকে
গ) বৃন্দাকে ঘ) আবদুলকে
৬৪. 'আমার বড্ড কষ্ট'— 'আহ্সান' গল্পের এ উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
- ক) গণির খ) নসরের
গ) বৃন্দার ঘ) খুটির
৬৫. 'আহ্সান' গল্পে 'অ গোপাল' বলে বুড়ি কাকে সম্বোধন করতো? (জ্ঞান)
- ক) চক্ৰোত্তি মশায়কে
খ) কথকের খুড়োকে
গ) গল্পকথকে
ঘ) বৃন্দার নাত-জামাইকে
৬৬. 'কেন বাবা, পয়সা কেন?'— বুড়ির এ বক্তব্যে কোন

বিষয়টি ফুটে উঠেছে? (অনুধাবন) [সরকারি কে সি কলেজ, খিনাইদহ]

- ক) ভদ্রতা খ) স্নেহ-ভালোবাসা
গ) সৌজন্যবোধ ঘ) সম্মমবোধ
৬৭. অনিমের আপন কেউ নেই বলে গ্রামের এক বৃন্দাকে মা বলে ডাকে। অনিমের সঙ্গে 'আহ্সান' গল্পের কার মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
- ক) আবদুল খ) গল্পকথক
গ) চক্ৰোত্তি মশায় ঘ) হাজরা ব্যাটার বউ
৬৮. 'আহ্সান' গল্পে 'গ্রামের ছেলে গ্রামে বাস করবে'— এ উক্তিতে কী বোঝানো হয়েছে? (অনুধাবন)
- ক) গ্রামের প্রতি অধিকার
খ) গ্রামের প্রতি কর্তব্যবোধ
গ) গ্রামের প্রতি দায়িত্ব
ঘ) গ্রামের প্রতি কাতরতা
৬৯. 'অনুযোগ' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান) [ত্রীনগর সরকারি কলেজ, মুন্সীগঞ্জ]
- ক) উপযোগ খ) বিরক্তি
গ) নালিশ ঘ) স্বীকারোক্তি
৭০. 'চকোত্তি' মূলত কোন উপাধির সংক্ষিপ্ত রূপ? (জ্ঞান)
- ক) গজোপাধ্যায় খ) বন্দ্যোপাধ্যায়
গ) চক্রবর্তী ঘ) মুখোপাধ্যায়
৭১. 'আহ্সান' গল্পে 'আমার কি মরণ আছে রে বাবা' এ কথাটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে— (অনুধাবন)
- i. বৃন্দার মৃত্যুর ইচ্ছা
ii. বৃন্দার মনের হতাশা
iii. বৃন্দার নিয়তি নির্ভরতা
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
৭২. 'গোপালকে ওই খাজুরের চটখানা পেতে দাও।' বুড়ির এ উক্তিতে গোপালের প্রতি প্রকাশ পেয়েছে— (অনুধাবন) [ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ]
- i. স্নেহ
ii. দয়া
iii. মমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii